

প্রকাশনে
অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
'কলকাকলি'
৬/২এ, শচীন মিত্র লেন
কলকাতা-৩



মুদ্রণে
প্রদীপ চক্রবর্তী
কেদারেশ্বর প্রেস
২৩৪বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৯



প্রচ্ছদ চিত্রণে
সব্যসাচী গুপ্ত

এই লেখকের অন্যান্য

রবিঠাকুরের পরে [কাব্য]
ছন্দে বাঁধা ছোট্ট কবি [কাব্য]
হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথ [নাটক]
অল্প গল্প [কথাসাহিত্য]
নমস্তস্যৈ [গীতবিচিত্রা]
পল্লী প্রশাসনে পালাবদল [প্রবন্ধ]
ইতিহাসের অট্টহাস [রম্য রচনা]
ইত্যাদি

আমরা সবাই রাজা

আমাদের এই রাজার রাজত্বে;

নইলে মোদের রাজার সনে

মিলব কী শর্তে?

রবীন্দ্রনাথ

উৎসর্গ

সত্য-শিব-সুন্দরের সংগ্রামে
সর্বকালের সর্বদেশের
সেরা শহিদ

গান্ধী মহারাজকে ॥

তোমার শান্তিমন্ত্রে যদিও আমরা অবিশ্বাসী,
আহত যদিও তোমার অহংকার ;
আজো চঞ্চল সব অঞ্চল, হে শান্ত সন্ন্যাসী,
মৃত বিস্মৃত তোমাকে নমস্কার ॥

চল্লিশটি কবিতা





কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বা বিশেষ গোষ্ঠীকে
একক কটাক্ষ করা
এই কাব্যের কাম্য নয় কিন্তু।

এদেশের
সর্বজনীন রাজনীতির ল্যাবরেটরীতে
যারা ইদানীং
নিত্যনূতন এক্সপেরিমেন্টের ছিনিমিনির গিনিপিগ,
মাইক্রোস্কোপের অনুসন্ধানী আয়নায়
যারা অধুনা
আত্মতৃপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছায়া-কায়া,
সেই সব টম-ডিক-হ্যারির
মূক বধির বেদনার
মর্মান্তিক টেপরেকর্ড রাখাই
এই লেখার অলক্ষ্য লক্ষ্য ॥

রাজনীতি ॥ রামায়ণ

রাজনীতি যেন রামায়ণ ;
যারা রাম, তারাই রাবণ।
সে-রাম, সে-অযোধ্যা নেই ;
লঙ্কার ঝাঁঝটা আছেই।

সোনার হরিণ হাটে ছাড়ে,
জনকের জানকীকে কাড়ে।
রুখে যদি দাঁড়ায় জটায়ু,
লড়ায়ে ফুরায় তার আয়ু।

কিছুকাল মিছে ক্রন্দন ;
তারপর সেতু-বন্ধন।

হনুমান-বালী-সুগ্রীব
সীতা-উদ্ধারে উদ্গ্রীব।
লেজে জ্বলে অশোক-কানন,
অদম্য তবু দশানন।

বিভীষণ দল বদলায়,
ফলে দল অতলে তলায়।
ভায়ে-ভায়ে বাড়ে রাগারাগি ;
কালনেমী ভোলে ভাগাভাগি।
মেঘনাদ মেঘে মুখ ঢাকে ;
লক্ষ্মণ থাকে তাকে-তাকে।

কুম্ভকর্ণ টের পায়—
নিঝুম ঘুমটি বুঝি যায় !
নরে ও বানরে ফেলে ফাঁদে ;
সরমা-মন্দোদরী কাঁদে ।

এদিকে, ভরত ভেবে সারা ;
ছোট ধরে বড়টির ধারা ।
মন্থরা মন্ত্রণা দেয়,
কৈকেয়ী কৌশল নেয় ।

ম'রেও না মরে রাম বটে,
রাবণের মৃত্যুই ঘটে ।

কিন্তু, পঞ্চবটী বনে
লব-কুশ ঘোরে আনমনে ।
ফেরে মা'টি—মাটির দুহিতা
অস্থি-চর্ম-পরিহিতা ।
ত্রিভুবনে তার ঠাঁই নেই,
দুঃস্থ সে দুঃশাসনেই ।

রাম-রাবণের সংসার
এইভাবে ভেঙে ছারখার ।
এইভাবে দেশ হয় শেষ ;
সীতা করে পাতালে প্রবেশ ।

তবু রাজনীতি রামায়ণে
প্রভু দাশরথি-দশাননে ।



রাজনীতি ॥ মহাভারত

রাজনীতি মহাভারতের ;
শ্রীকৃষ্ণ সারথি রথের।
রথীটির আগুনে ঘি ঢালে,
পাশার চালটি খাসা চালে

কানে কানে দেয় মতলব ;
বলে—ওহে বীরপুঙ্গব,
স্বজনরা দুর্জন, জেনো ;
জ্ঞাতিদের দুশমন মেনো ;
ওরা যদি জেতে, তুমি হারো,
সেলাম পাবে না তুমি কারো ;
ওরা যদি রাজা সাজে, তুমি
দু'চোখে দেখবে মরুভূমি ;
যদি ওরা মসনদে বসে,
যদি ওরা আরো প্যাঁচ কষে,
মানটা তো তুমি হারাবেই ;
প্রাণটাও যাবেই, যাবেই ;
অতএব ভোলো ভয়-লাজ,
দ্বিধা-সংকোচ ছাড়ো আজ ;
রক্তের সূত্রটি ছিঁড়ে
রক্তপাতেই যাও ভিড়ে ;
হাতাহাতিতেই হাত খোলো ;
তূণ থেকে তীরগুলো তোলো,
খাপ থেকে তরোয়াল টানো,
শত্রুর বুকে সুখে হানো।

এ-হেন মন্ত্র গেয়ে গুরু
ক্রুদ্ধ যুদ্ধ করে শুরু।
পরিণামে শিষ্যরা ঘামে,
প্রতিরোধে-প্রতিশোধে নামে।

দুর্যোধনের উরু ভাঙে,
দুঃশাসনের দেহ রাঙে,
কর্ণ-বিকর্ণরা মরে,
অভিমন্যুর মোহ ঝরে ;
লাঞ্ছিতা পাঞ্চালী কাঁদে,
কুন্তী পুত্রদের সাধে ;
নিঃস্ব ভীষ্মদেব কাঁপে,
দ্রোণাচার্যের চোখ ঝাঁপে,
কৃপাচার্যের কৃপা কমে,
শকুনিও শেষবেশ দমে ;
পোড়ে ধৃতরাষ্ট্রের ঘর,
গান্ধারী শোকে জর্জর।

কৌরব হৃতগৌরব,
পাণ্ডব হৃতসৌরভ।
কুরুক্ষেত্র নয়-ছয় ;
তবু মহাভারতের জয়



রাজনীতি ॥ অভিনয়

রাজনীতি যেন অভিনয় ;
মুখোশকে মুখ মনে হয় ।

কলামন্দির জমকালো ;
ছলা-কলা-কৌশল ভালো ।
পাদপ্রদীপের শত শিখা
কপালে কাঁপায় অহমিকা ।
নায়ক, গায়ক নাচে, গায় ;
কথার পাথারে সাঁতরায় ।

বিচিত্র চরিত্র যত,
বিভিন্ন ভঙ্গীও তত ।

অডিটোরিয়ামে কত লোক
মঞ্চের দিকে রেখে চোখ
কত কিছু দেখে, কত শোনে ;
কত না মিনিট মনে গোনে ।
রঙচঙে কত দৃশ্যই,
কত সঙ, ঢঙ যে কতই
কত তালি তোলে কত হাতে
মরনিঙে, ম্যাটিনিতে, রাতে ।

একে একে আসে অনেকেই
সাজঘর থেকে সামনেই।
এমন নকল সাজ সাজে,
আসলকে চেনা যায় না যে।
সাজে রাজা, সাজে মহারাজা
চেহারা এমন ঘসা-মাজা,
এত চকচকে, ঝকঝকে,
প্রথমটা সকলেই ঠকে;
দিব্যদৃষ্টি পরে খোলে,
বিক্ষোভে বিদ্রোহ দোলে।

তখন জলসাটাই মাটি;
ভাঙে ভরা রঙের ঘাঁটি।
সকালে হাউসটাই ফুল,
অকালেই ফাঁকা বিলকুল

থামে নট, যবনিকা নামে;
ডামাডোল ডাইনে ও বামে
নতুন নাটক পুনরায়
উৎসাহে আসর জমায়।



রাজনীতি ॥ সার্কাস

রাজনীতি যেন সার্কাস,
যে নীতির নেই পারপাস

জোকারেরা একে একে আসে ;
কাঁদায়, হাসায় ; কাঁদে, হাসে ;
ট্রাপিজের টেকনিকটাকে
ম্যাজিকের ট্রিকে ঠিক রাখে।
তারে ও বেতারে পুরোদমে
জিমনাসিয়াম জোর জমে।

বসে বাঘ-সিংহের মেলা,
খাঁচায়-মাচায় খোলে খেলা।
তর্জনে গর্জন বাড়ে,
ভল্লুক ভয়ে লেজ নাড়ে।
চঞ্চল চাবুকের চোটে
ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছোটে।
ওস্তাদ ফাঁকে ফাঁকে হাঁকে ;
সাকরেদ ছোটে ঝাঁকে ঝাঁকে,
কাঁধে কাঁধে পিরামিড বাঁধে,
স্বর্গের সিঁড়ি যেন ফাঁদে।
মাঝে মাঝে টলমল করে,
হাতে-পায়ে একে-ওকে ধরে।

উঁচু থেকে ওরা বুঝি যায়,
নিচু থেকে এরা সামলায়।
দেখে যারা, তারা ভয় পায়,
জয় গায় বহু বাহবায়।

ক'দিন কার্নিভ্যাল চলে ;
আলেয়ার আলো ঝলমলে।
কিছু দিন কিছু মজা ওড়ে ;
শেষবেশ, তাঁবুটাই পোড়ে।



রাজনীতি ॥ ক্রিকেট

রাজনীতি ক্রিকেটের ম্যাচ ;
নীতি শুধু থ্রো এবং ক্যাচ।

গ্যালারিতে সারি সারি মাথা,
দূরবীন, সানগ্লাস, ছাতা।
স্টেডিয়ামে 'সাজো সাজো' রব;
মাঠে নামে পর পর সব।

ঘন ঘন উইকেট পড়ে,
রাণে রাণে সেঞ্চুরি চড়ে।
ব্যাটে-বলে চলে ফিল্ডিংস ;
এরা-ওরা হারায় ইনিংস।
যিনি ইন, তিনিই আউট ;
তথাপি টাইট স্যুট-বুট।
কারো রেস্ট, কারো আনরেস্ট ;
যত টেস্ট, তত কনটেস্ট।

মাঝে চা ও লাঞ্চের ব্রেক ;
পরেই আবার হ্যাণ্ডশেক।

কেউ কেউ ফলো-অন পায়,
কেউ বা ডিক্লেয়ার চায়।

বিদেশের কাছে দেশ হারে,
তলে তলে কেউ বাজী মারে।
মাঠে কেউ ঘাঁটে প্রজাপতি :
হয়, হোক খেলাটার ক্ষতি।

ক্রিকেটের খাঁটি এটিকেট ;
টিকেটের মোটা মার্কেট।

দেখে দেখে শেখে দর্শক :
রাজনীতি রোমহর্ষক !



রাজনীতি ॥ কেলো-ভুলো

রাজনীতি মানুষের জন্য—
ভেবেই রাজনীতিক ধন্য !

রাজা নেই ; আছে রাজনীতিটা,
আছে রাজতন্ত্রের প্রীতিটা ;
তাই জোট, তাই ভোটযুদ্ধ ;
ভোটে হারে খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ।
ঝড়ে নড়ে শেষটায় দেশটা ;
ওঠে, পড়ে যদু-মধু-কেষ্টা।

কেলো-ভুলোগুলো ভুল বুঝছে,
মনিবের খুঁত খুব খুঁজছে।
কেলোরা কলের কুলী মাত্র,
নিতান্ত করুণার পাত্র ;
ভুলোরা তো চাষা খেত-খামারে ,
হাবা-বোবা যত রামা-শ্যামা রে !

জানে না রাজনীতির মর্ম,
জানে না রাজার রাজধর্ম,
জানে না—রাজনীতির রাজ্যে
রাজন্যদল কী দরাজ যে !
জানে না—রাজনীতির ক্যাডারে
কীভাবে কে ওঠে উঁচু ল্যাডারে

নেতারা ক্রেতার মত কিনছে
কী সুখ, অসুখ—কে যে চিনছে !
আরাম, বিরাম নেই ভাগ্যে ,
জীবনটা যায় যদি, যাক গে' !
স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গ
ছেড়ে রাজনৈতিক স্বর্গ !
চাকরি, ব্যবসা—সব তুচ্ছ,
রাজনীতিতেই নাচে পুচ্ছ ।
তুচ্ছ অর্থ আর স্বার্থ,
রাজনীতিতেই পরমার্থ ।

প্রজারা এতটা যদি জানত,
রাজাদের তাজা কাজ মানত ।
রাজা সাজা প্রজাদের জন্য—
বোঝে না প্রজারা ; ভাবে অন্য



রাজনীতি ॥ ভাঙাগড়া

রাজনীতি এক নীতি মানে না,
এক হুঁকো বেশী দিন টানে না।
হাত-মুখ পাল্টায়,
ধোঁয়ার আড়ালটায়
এক কলকেই খালি জ্বলে না,
এক নেশাতেই পেশা টলে না।

রাজনীতিবিদদের রঙটা,
রাজনীতিবিদ্যার ঢঙটা
ঘন ঘন বদলায়
এ-বেলায়, ও বেলায় ;
এক চাল চিরকাল থাকে না,
এক ঠিকানাটি ঠিক রাখে না।

রাজনীতি ঘূর্ণিতে ঘুরছে,
ঋতু বুঝে রীতি-নীতি জুড়ছে।
সবুজ অবুঝ দাদা
কাল লাল, আজ সাদা,
গোলাপী বা গৈরিক কখনো,
হয় ফিকে, রয় টিঁকে তখনো।

রাজনীতি জমে ফাঁকা আকাশে,
ঝড়ে-জলে যত হোক ফ্যাকাশে।
মাঝে মাঝে ঘর্ষণ,
ফাঁকে ফাঁকে বর্ষণ,
মেঘে-রোদে লুকোচুরি নিত্য;
কালোয়-আলোয় দোলে চিত্ত।

রাজনীতি চলবেই, চলছে;
খুশির ফসল খাসা ফলছে।
আয়ারাম, গয়ারাম,
কেনা-বেচা রাম-শ্যাম
গড়ে, ভাঙে দম্ভের স্তম্ভ;
দেশ-দশ দেখে হতভম্ব!



রাজনীতি বর্তমান মানে,
অতীতকে পতিতই জানে,
ভবিষ্যৎ সত্যের সন্ধানে
রাজনীতি কাজ খোঁজে আজ;
মাথায় মুকুট আজ যার,
দু'হাতে শিকল কাল তার;
প্রাতে আলো, রাতে অন্ধকার;
রাজনীতি বোঝে না আন্দাজ।

রাজনীতি ক্ষণিকের খেলা,
ক্ষণজন্মা মানুষের মেলা;
রাজনীতি যেন জাল ফেলা,
ঘোলা জলে যেন মাছ মারা;
কাদা জল সাদা যদি হয়,
স্থির যদি হয় জলাশয়,
বেকার শিকারী মহোদয়
ভিখারীর মত দিশাহারা।

রাজনীতি নিয়তির চাকা—
নয় শুধু পতাকায় আঁকা,
ঘোরে চাকা ধুলো-বালি মাখা;
উচু-নিচু বাঁকা-চোরা পথ;

সে-পথের রথ রাজনীতি,
পথের পাথেয় শুধু প্রীতি ,
ঘটলেই বিপরীত রীতি
চাকা দোলে, পথ ভোলে রথ।

তবু চাই রাজনীতি করা,
শরতে ফুটেই শীতে ঝরা ;
দু'দিন ধরাকে দেখা সরা,
তারপর প্রভু ধরাশায়ী ;
রাজনীতি মাতালের নেশা,
রাজনীতি পাতালের পেশা,
হিংসা-প্রতিহিংসায় হামেশা
রাজনীতি বিদ্রোহী সিপাহী।



রাজনীতি ॥ নীতি-রীতি

ধন্য দেশে বন্য রাজনীতি ;
অন্য দেশে অন্য নীতি-রীতি।

সেখানে রাজা প্রজাকে করে জয় ,
রাজত্বের সাধটি শুধু নয়।
সেখানে শুধু সিংহাসনে কেন,
হৃদয়াসনে আসীন রাজা যেন।
সেক্ষেত্রেও রাজারা বদলায় ;
এ-দল আসে, সে-দল দূরে যায়।
মাত্র দু'টি দলে সে-অঞ্চলে
পালাবদল, মালাবদল চলে।

এ-তল্লাটে হল্লা-হুল্লোড়,
হাজার দলে বাজার জমে জোর।
এ-মুল্লুকে বহুত বাদশাহ,
রাজা, উজীর, আমীর, ওমরাহ।
এ-পল্লীতে সস্তা তামাসায়
কত না জন কত গাজন গায়।
এখানে রাজনীতির বলিদান
কত তরুণ, কত অরুণ প্রাণ।
এখানে কত বীরপুরুষ লড়ে,
হাঁক-ডাকেই গাছ-পাথর নড়ে।
এখানে বনে কাগুজে বাঘ ঠাসা ;
কাঠের ঘোড়া দৌড় দেয় খাসা।

এখানে খাঁটি মাটির ভল্লুক ;
খড়ের খাঁড়া, বাঁশের বন্দুক।
এখানে তালপাতার সিপাহীরা
চোখ পাকায়, জাঁকায় বর্গীরা।
এখানে ছায়াছবির পর্দায়
অনেক কায়া ক্ষণেক চমকায়।
এখানে খালি প্রতিশ্রুতি কাঁদে
বক্তৃতার, বিবৃতির ফাঁদে।

এ-রাজ্যের রাজনীতির নাম
অযোধ্যা বা চীন-ভিয়েতনাম



রাজনীতি ॥ শব্দ-অর্থ

একটি জিজ্ঞাসা জাগে—'রাজনীতি' কথাটার মানে
কোন্ কালে কে কখন গেঁথেছিল কোন্ অভিধানে ?

রাজ্য চাওয়া, রাজ্য পাওয়া চিরদিন রাজাদের খেলা ;
প্রজাদের প্রতি নিত্য নীতিটা নিতান্ত অবহেলা।

আগে ছিল রাজত্বের রাজসিক উত্তরাধিকার ;
পিতার প্রসাদে পেত পুত্র-কন্যা সিংহাসন তাঁর।
ভোগ্য রাজ্যে যোগ্যতার তুচ্ছ তর্ক ছিল না তখন ;
শুধু ছিল অবিমিশ্র অবিচ্ছিন্ন রক্তের বন্ধন।
কৌলীন্যের লালে লেখা দলিলের অক্ষয় অক্ষরে
রাজতক্ত শক্ত ছিল পিতা-পুত্র-পৌত্রাদির ঘরে।

সে-সুখ এখনো আছে কিছু কিছু সেদেশে-এদেশে ;
পৈতৃক ঐতিহ্য আজো কিছু আসে নিচু দিকে ভেসে।

তা হোক, তবু তো আছে পুঁথিপত্রে প্রজাদের নাম,
যারা আনে বর্তমানে রাজছত্রে আরাম হারাম।
দধীচির মত প্রজা বজ্র বাঁধে নিজেদের হাড়ে ;
মরে শত্রু, বাঁচে রাজা ; বোঝা বাড়ে প্রজাদের ঘাড়ে।

রাজনীতি পূর্বে ছিল রাজাদের খাসমহলের ;
রাজনীতি ছিল পূর্বে দুঃস্বপ্নই দাসের দলের।
নিরন্নের অন্ন কেড়ে পরমান্ন রান্না ছিল রীতি ;
প্রজাদের পঙ্গু রাখা রাজাদের ছিল রাজনীতি।
অনেকের ঊর্ধ্বে এক—সোজাসুজি রাজনীতি ছিল ;
ছলনা ছিল না কিন্তু, ভেজাল ছিল না একতিলও।

আজ সে রাবণ নেই, সে সোনার লঙ্কা নেই আজ ;
তবু ভাবে-ভঙ্গিমায় রাজার কেন এ রাজসাজ ?

রাজনীতি আজ যদি প্রজাদের হাতে গড়া হয়,
তবে কেন 'রাজনীতি' ? কেন সেটা 'প্রজানীতি' নয় ?



রাজনীতি ॥ রাজার নীতি

রাজার নীতি ছিল যে রাজনীতি,
রাজার নামে প্রজার ছিল ভীতি।

রাজ্য ছিল রাজার জমিদারি,
মুকুটে ছিল রাজার মাথা ভারী
শাসনে ছিল শোষণ রীতিমত,
প্রজারা ছিল রাজার পদানত।

আইন ছিল লাইন-বাঁধা পথ,
যে-পথে রাজা ছোটাত রাজরথ।
রাখত রাজা, থাকত প্রজা তবে ;
মারত যদি, মরতে তবে হবে।
সেলাম পেত, প্রণাম পেত রাজা ;
নয়তো প্রজা পেত রাজার সাজা।

সেদিন গেছে, এসেছে এই দিন ;
রাজা এখন প্রজার পরাধীন।

এখন রাজা প্রজার জোরে তাজা ;
সাজায় প্রজা, তাই তো রাজা সাজা।
জাগলে প্রজা রাজমুকুট খসে,
রাগলে প্রজা রাজপ্রাসাদ ধ্বসে।

তবুও রাজা অসাবধানী কেন ?
জেনেও রাজা জানে না কিছু যেন ?

আসনে ব'সে ভাষণে শুধু ভাসে,
অবিশ্বাস বাড়ায় আশ্বাসে।
ভিজিয়ে চিঁড়ে বাঁকা চোখের জলে
কুমীর মহারাজের লীলা চলে।
তোষণে আর পোষণে পরিজন,
বাকীরা সব ফাঁকির হরিজন।
কিছু মানুষ, কিছু ফানুস ফোলে ;
বাকী সবাই ফাঁসির ফাঁসে ঝোলে।

অতঃপর, রাজার ফাঁসি হয়।
প্রজার জয়, রাজার পরাজয়



রাজনীতি ॥ শ্রেণী-সংগ্রাম

এ রাষ্ট্রে—স্বরাষ্ট্রে—আজ আমরা সবাই নাগরিক ;
সংবিধান সকলকে খোলা চোখে দেখেছে—তা ঠিক।
দশকে করেছে এক—দেশের আদেশ সদাশয় ;
কাগজে-কলমে কেউ বড় নয়, কেউ ছোট নয়।
ভোট দেন রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল, মন্ত্রী, আমলারা ;
ভোটে জোটে জনগণ—প্রত্যেকের জন্য এক ধারা।
একের একটি ভোট, অপরের ক্ষেত্রে নয় দু'টি,
যাকেই হানেন যিনি যত ক্রূর কুটিল ভ্রূকুটি।

কিন্তু, বাস্তবচিত্রে বস্তুত রীতিতে বিপরীত ;
সাম্যবাদে সাম্য বাদ—কাঁপে ভীতু কল্পনার ভিত।
'নির্বাচিত' উচ্চ মঞ্চে, নিচে-তথা-পিছে 'নির্বাচক' ;
নির্বাচন নির্বাসনে—যে রক্ষক, দক্ষ সে ভক্ষক।

এ-হেন অকথ্য কথা অকথিত থাক আপাতত ;
বরং, অন্যান্য গল্প অল্পস্বল্প বলাই সংগত।

চতুর্বর্ণ সৃষ্টি ছিল স্বয়ং স্রষ্টার ছেলেখেলা ;
ত্রিবর্ণের শিল্পী যাঁরা, তাঁরাও ভগবানের চেলা।
তিন রঙে রাঙা আজ এ স্বরাজে ত্রিস্তর সমাজ,
তিনটি শ্রেণীতে দীর্ণ নাগরিক আজ তিন-ভাঁজ।

প্রথম সারিতে শুধু রয়েছেন নয়া নায়কেরা ;
অভিজ্ঞতা-বিজ্ঞতায় যেন তাঁরা সকলের সেরা।
অগণ্যের গণ্যমান্য, অরণ্যের বরেণ্য শৃগাল ;
তাঁরাই রাজাধিরাজ, প্রজারা নিছক পঙ্গপাল।
চাঁদরা পাতেন ফাঁদ, বামনরা ক্ষুদে হাত তোলে ;
আসলে তফাত কত—সেই সত্য উভয়েই ভোলে।

দ্বিতীয় সারিতে আছে রামদের লক্ষ্মণের দল ;
অনুজের শক্তিশেলে অগ্রজের শক্ত মনোবল।
দাদারা পুরোভাগেই, ভাইদের স্থান দ্বিতীয়ই ;
পাহাড়ে চড়েন ওঁরা, সমতলে এরা ধরে মই।
পাছে এরা মই কাড়ে, অনুজ অগ্রজ সাজে পাছে,
জ্যেষ্ঠরা সচেষ্ট, যাতে কনিষ্ঠরা নাচে-গানে বাঁচে।
নিত্য সেই নৃত্যে যদি দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড হয়,
ক্ষতি কি ?—ছোটরা তবু বড়দের বড় বরাভয়।
ছোট নয় এরা কিন্তু, নয় ছোট এরা ছলে-বলে ;
পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে এদের ঝড়-বাদল চলে।
সর্ব পর্ব-পার্বণেই গর্বে এরা সর্বদা দুর্বার ;
নিরীহ নির্জীব জীব সর্বত্রই এদের শিকার।

তৃতীয় সারিতে যত ইতস্তত বিব্রত মানুষ—
মনুষ্যজন্মের ঋণ শুধতে গুণছে শুধু ঘুষ।
রাজনীতি-বাণিজ্যের নয় যারা সন্ধানী বণিক,
এ শ্রেণী-সংগ্রামে তারা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক।

হয়তো, গোকুলে বাড়ে কেষ্ট-বিষ্টু চতুর্থ শ্রেণীর ;
কংস-বংশ ধ্বংস তারা করবেই—ইতিহাসে স্থির।



ইতিহাসের পরিহাস

অনেক কাল কেঁদেছে ইতিহাস ;
অনেক যুগে অনেক ভুগে ফেলেছে শুধু নিঃস্ব নিঃশ্বাস।
ভিজে পুঁথির পাতা
খুলেছে চোখ, ভুলেছে শোক, তুলেছে আজ মাথা।
ইতিহাসের কান্না গেছে থেমে,
ইতিহাসের উষ্ণ স্নায়ু উঠছে আজ ঘেমে।

রাজনীতির হট্টগোলে অট্টহাসি হাসছে ইতিহাস ;
কেউ কি বোঝে, কেউ কি খোঁজে কেন এ উপহাস ?
ইতিহাসের এই হাসির কোথায় ইতি ?
এই রাজার এ রাজনীতি—
এর কী মানে
ইতরজন ক'জন জানে ?
হিতব্রতী এই প্রগতি—কী এর গতি ?
কী পরিণতি ?
এই অভাবে এই স্বভাবে এমনভাবে
এই জমানা ক'দিন যাবে ?

ইতিহাসের হাসির রাশি শুনছে কেউ ?
শুনছে ঢেউ
ফেনিল নীল ঘটনা-প্রবাহের ?
দেখছে কোনো বধির বোবা কেমন শোভা এর ?

দূরবীনে কি দেখছে কেউ চেয়ে ?
ভগ্ন ভেলা নয়, তবু চলছে আজো বেয়ে
অতল জলে, অকূল দরিয়াতে ;
জীর্ণ পাল ; শীর্ণ হাল, দীর্ণ দাঁড় হাতে ।

সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে প্রত্যহই পূর্বে-পশ্চিমে ;
গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা ভাসে, পৌষ কাঁপে হিমে ;
ফাগুনে প্রাণে আগুন লাগে,
মলয়ে মনে প্রলয় জাগে ;
চৈত্রে ঝরে ঝরা ফুলের মধু-হুলের মত
সর্বনাশা দূর দুরাশা যত ।

নতুন ভোরে
নতুন ক'রে বছর ঘোরে,
অঘোরে ঘোরে ইতিহাসের চাকা—
বহু বাধায় বাঁকা ।
দুর্নিবার ঘূর্ণিঝড়ে
স্বপ্ন নড়ে,
শূন্যে নাচে শখ-সাধের সৌধ যথারীতি,
সাগরে দোলে নাগরদোলা ; দু'তটে রটে তথৈবচ অথই রাজনীতি ।

ছুটছে তবু শ্রান্ত স্রোতে ক্লান্ত সেই অবহেলার ভেলা ;
কে জানে—কবে কমবে এই ইতিহাসের পরিহাসের খেলা ?



ফেরারী ফৌজ

এ রাজ্যেই একদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল।
একদা এই দেশেই একটি রটনা রটেছিল॥

বিদেশী সিংহের খাঁচা ছলে-বলে খুলে দেশী বাঘ
এক লাফে পেরিয়েছে শৃঙ্খলিত সীমান্তের দাগ।
সপ্ত-সিন্ধু-তের-নদী সাঁতরে হাতড়ে রাতারাতি
বন থেকে বনান্তরে বিদ্রোহী শার্দুল খোঁজে সাথী।
দৃপ্ত শ্বাপদের স্বপ্নে আপদ-বিপদ কিছু নয়,
বাধা-বিঘ্ন-দ্বিধা-দ্বন্দ্বে যেন সে স্বয়ং বরাভয়।
সমানে সামনে ছোটে কেন যেন কিসের সন্ধানে,
পিছনে প্রচুর চোখ হানে বাণ—যদিও সে জানে।
জানে সে—অনেক প্রাণ বিহ্বল আহ্বানে ডাকে তাকে,
বন্দীর বন্ধনে যারা সন্ধির ফন্দিতে শুধু থাকে।
সব জেনে, সব বুঝে, সব মেনে তবু সে উদ্যত
বাঘের রাগের খেলা সিংহকে দেখাতে রীতিমত।

পর্বতে-প্রান্তরে-পথে শিকারীর বেড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে
পূর্বের সজীব জীব পশ্চিমের যজ্ঞে যায় ভিড়ে।
শক্ত সেই মাটিতে সে গেঁথে খাঁটি শক্তির সোপান
সমুদ্র-মন্থনে করে পূর্বপ্রান্তে পুনরভিযান।
বিস্ফোরক তরঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে মেতে মহাবীর
তিন ভাগ জল ঠেলে এক ভাগ স্থলে পায় তীর।

সে তীর অস্থির হয় অভাবিত সেই আবির্ভাবে ;
ঝড়ে ওড়ে ধূলো-বালি ; শকুনি-গৃধিনীগুলো ভাবে ঃ
এ কী কাণ্ড, কী প্রকাণ্ড ! এ কী শৌর্য ! এ কী সমারোহ !
মশা-মাছি-পতঙ্গের পঙ্গপালে এ কী মুক্তি-মোহ !
ইতরের ইতিহাসে অট্টহাসে এ কী লগ্ন লাগে !
মৃতের মিছিল এ কী অমৃতের যাতুমন্ত্রে জাগে !

ঠিক কথা ; সেদিন বিস্ময়ে বিশ্ব *ঠিক* বুঝেছিল ;
সেদিন দুর্বল দল প্রবল প্রতাপে যুঝেছিল।
সেদিন প্রখর নখ দুরন্ত দন্তের প্রতিরোধে
চেয়েছিল রাজরক্ত প্রজার রক্তের প্রতিশোধে।
সেদিন রাজার সাজে বাঘে-সিংহে পাঞ্জা লড়েছিল,
সেদিন বাঘের থাবা সিংহের পাঁজরে নড়েছিল।

নির্যাতিত জননীর নির্বাসিত অসংখ্য সন্তান
মায়ের পায়ের বেড়ি ভাঙার নেশায় গায় গান।

একটি বিপ্লবী শিল্পী বজ্রের বাঁশিতে তোলে সুর,
একটি বিদ্যুতে নাচে দুঃসাহসী রুদ্রের নুপুর।
একটি উদ্ধত হাতে অযুত নিযুত হাত মেলে
একটি সূর্যের তূর্যে অগণিত হাতিয়ার জ্বেলে।
একটি অলক্ষ্য লক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ অভিযাত্রী জোটে ;
একটি অকুণ্ঠ কণ্ঠে অজস্রের ফরিয়াদ ফোটে।

ঘর ছেড়ে দূরে ফেরে দুর্নিবার ফেরারী ফৌজ ;
দুর্বিনীত দুনিয়ার ঘোচে ঘন ঘুমের মৌজ।

ক্লান্ত যন্ত্রণার প্রান্তে প্রসব প্রথমে প্রবাসেই।
স্নেহধন্যা কন্যা পরে স্বস্থ, কিন্তু দুঃস্থ স্ববাসেই।



বাজে গুজব

স্বাধীনতার
খুলল দ্বার—
চমৎকার
চটকদার।
শিকলটাই
ছিঁড়ল, ভাই ;
কী ফলটাই
ফলল, ছাই !

দিল দরাজ
বিদেশীরাজ
দিল স্বরাজ ;
লুটতরাজ
থামল তার ;
নামল ভার—
সুসংবাদ,
নেই বিবাদ।

লড়াই শেষ
হয়েছে, বেশ ;
সুপ্রভাত,
মুক্ত হাত ;
দেশ যাদের,
দেশ তাদের ;
ভাল কথাই ;
মানছি, ভাই।

তবু—এ ভয়,
এ সংশয়,
এ অবসাদ,
এই বিষাদ
এখনো কেন
যায় না যেন ?
এখনো মন
কেন এমন ?
এখনো প্রাণ
কেন উজান ?

এই মাটির
প্রতিমাটির
এ আবরণ,
এ আভরণ,
এই নদীর,
এ জলধির
আলিঙ্গন,
আলিম্পন-
এ গৌরব
আমার সব ?

এই আকাশ,
এই বাতাস,
এই পাহাড়,
বন-বাদাড়,
এ সম্পদ,
এ জনপদ,
খেত-খামার
সব আমার ?
এ সৌরভ
আমার সব ?

এত বাহার
কারখানার,
এ অগণন
যানবাহন,
এত বিমান,
এত কামান,
এত জাহাজ,
কুচকাওয়াজ
আমার সব ?
অসম্ভব ।

না, না—আজব
বাজে গুজব ;
স্বাধীনতার
সাধটি সার ।
আজো রাজার
তাজা বাজার ।
আজো ওরাই
ধরে ছোরাই ;
আর সবাই
আজো জবাই ।

আমরা, ভাই,
শুনি সাফাই ;
ভিড় বাড়াই,
থাকি খাড়াই,
মাথা নাড়াই,
মাছি তাড়াই ;
যদি শুধাই,
বলবে, ভাই ?—
চেয়েছি যা-ই,
পেয়েছি তা-ই ?

বহু আগুন,
বহুত খুন,
বেজায় ঘাম
ঢেলেছিলাম ;
অনেক দাম
দিয়ে নিলাম
এই স্বরাজ ?
এই সমাজ ?
এই আপদ ?
এই বিপদ ?

বোকা মানুষ
ফুলে ফানুস,
ঘুষি বা ঘুষ
খেয়ে বেহুঁশ,
নেশা-পেশায়
খুশি মেশায়।
ভাবে ভোটার—
গাছে ওঠার
মই তো সে-ই,
ভাবনা নেই।

সে মই কই ?
এ হইচই,
এই জোয়ার
জুড়োবে আর ?
জল্পনার,
কল্পনার
জাল বোনার,
কাল গোনার
কবে যে শেষ
দেখবে দেশ !



পনেরোই অগাষ্ট

বছরে বছরে বারে বারে আসে পাঁজির পাঁজরে একটি দিন ;
একটি তিথির অতিথি এ-দেশ সেই থেকে নেই কারো অধীন।
সারা বিশ্বের সংসারে এই নবজাতক
নেই সেই থেকে কারো খাতক।
সাগর সাঁতরে যারা জুটেছিল,
আমাদের পাড়া যারা লুটেছিল,
সেদিন থেকেই আর তারা নেই আমাদের এই তল্লাটেই ;
আমরা তাদের ঘরে ফিরিয়েছি রীতিমত হৈ-হল্লাতেই।

সে-ইতিহাসের এ এক পৃষ্ঠা—
যত যুগ যায়, পায় প্রতিষ্ঠা ;
সে-যুগের মৃত-সঞ্জীবনীতে বাঁচে এ-যুগ ;
জাগে হুজুগ।

বারোটি মাসের
অক্টোপাসের
বাঁধনে আমরা যত জড়াই,
তত টানি জের এই তারিখের, বাড়ে আমাদের তত বড়াই
যদিও আমরা ঘুমাই 'মর্গে',
আমরা আসর জমাই স্বর্গে

স্মৃতির প্রান্তে বৎসরান্তে এক নিশান্তে এই এ-দিন,
আমাদের হাতে ফাঁকা ফাঁদ পাতে আকাশের চাঁদ ঠিক যে-দিন।

অসংলগ্ন এ-হেন লগ্ন লাগে মিঠেই ;
তবু ক'ঘণ্টা কাটে এমনটা ডুম-ডুমা-ডুম ঢাক পিটেই।
ঘুম ভাঙে ভোরে,
স্বপ্নের ঘোরে
গান গায় প্রাণ, উন্মন মন নাচে : তাক-ধিন তা-ধিন তাক ;
মনে পড়ে, যেন যাত্নদণ্ডেই করেছি আমরা চিচিং-ফাঁক !
থাক জঞ্জাল, ঝাঁটার কাঁটায় মর্জি না থাক মর্জিনার,
আমরা গুনছি আপাতত কত লাভ-লোকসান আলিবাবার।
পথে-হাটে-মাঠে মিটিঙে-মিছিলে
মিলছি আমরা নানা গরমিলে ;
এ ছ'টি বেলায় মজার মেলায় বলছি, শুনছি কত কিছুই ;
পরেই আবার তুর্ভাবনার ভুতপ্রেতগুলো নেয় পিছুই।

আজ নয়, সেই 'সাতচল্লিশে আমরা শিকল খুলেছিলাম ;
আমরা বিষাণ বাজিয়ে নিশান তুলেছিলাম ;
ছন্দে-গন্ধে-তুরীয়ানন্দে আমরা সেদিন ছলেছিলাম ;
সেদিন আমরা সুনীল শূন্যে ফেনিল ফানুসে ফুলেছিলাম ;
এবং, আমরা ভুলেছিলাম—
কিসের আশায় একদা আমরা ফাঁসির ঝুলনে ঝুলেছিলাম,
কিসের নেশায় আমরা একদা রক্তের হোলি গুলেছিলাম,
কিসের জন্য এত অগণ্য মৃত্যুর কোলে ঢুলেছিলাম।

প্রতি মুহূর্তে পৃথিবী নড়ছে ;
নিত্যনিয়ত ভাঙছে, গড়ছে
কত রাজ্যই
সাম্রাজ্যই ;

আমরা কিন্তু শৌখিন সুখে
ভাঙা বুক ঠুকে রাঙা হাসিমুখে
রয়েছি এখনো আরম্ভেই,
তদানীন্তন দিগ্বিজয়ের ইদানীন্তন সে-দম্ভেই।

যেহেতু, আমরা বনেদী জাত,
পুরানো চালেই চড়াই ভাত
ঘুঁটে-কয়লার ঘন ময়লার উনুনটায়,
ধোঁয়ায় যদিও ইতরজনের জীবন যায়।



ছাব্বিশে জানুয়ারী

দ্বৈত মহোৎসব দু'দিনে কেন ?
উৎসাহ একদিনে যায় না যেন।

প্রথম যেদিন নাকি কাটল কড়া,
বাজল সেদিন শুধু শূন্য ঘড়া।
আমরা অতঃপর দ্বিতীয় দিনে
সঠিক পথটি নাকি নিলাম চিনে।

সে-পথ যে-পথ, সেটা এতই ভালো,
পোড়া চোখে আর যেন জ্বলে না আলো।
হয়তো, বাঁকা-ই চোখ, তাকাই বেঁকে ;
তাই কি ঠকছি, আর শিখছি ঠেকে ?
অন্ন-বস্ত্র যদি মোটে না জোটে,
মনটা এমনটাই মাটিতে লোটে।
স্বাদহীন স্বাধীনতা অসংগত ;
এ-মন তাই এমন অসংযত।

তৃপ্ত তারিখ দু'টি দৃপ্ত, জানি ;
দু'কান মানে না তবু মাভৈঃ বাণী।
দামী সালতামামির দামটা কষি ;
কাগজে, মগজে কালি-কলম ঘষি।

কী যে ষড়যন্ত্রের কী যন্ত্রটি,
সাধারণতন্ত্রের কী মন্ত্রটি
কী অসাধারণ—আহা, বলবে কে তা ?
কোথায় স্বাধীনচেতা এ-হেন নেতা ?
কে কার কুঁড়েটি গড়ে ?—যে যার দিকে
কোলের ঝোলটি টানে জনান্তিকে।

বিচারের কাঠগড়া কঠিন রেখে
আমরা প্রশ্ন করি কিন্তু হেঁকে :
নবাব, জবাব দাও, আমরা শুনি ;
দেশটা খতম কেন ? কে এই খুনী ?

তদন্ত অন্তত হোক না, দাদা ;
কি ভয় ? ভাবনা কেন ? কিসের বাধা ?
ভাবছ, অপরাধের প্রমাণ পেলে
আর কি মিশবে নাকি জলে ও তেলে ?

খুনের কিনারা কর, তবেই বুঝি—
তোমার হিম্মতের কতই পুঁজি !
নয়তো, আসন ছাড়ো ; আমরা রাজা—
আমরা মহারাজার সাজাব সাজা।

জনতার আদালত সামনে খোলা ;
ফরিয়াদী নয় আর আপনভোলা।
নালিশ অসংখ্যই ; সাক্ষী বহু
আঁকবেই আসামীর ছবি হুবহু।
জবানবন্দি গেঁথে সবান্ধবে
আমরা রায় আবার লিখব কবে ?

আমরা গঙ্গাজলে এ-পাপ ধুয়ে
এ-তিথির ব্রত নেব পতাকা ছুঁয়ে।



সেদিনের আশা

শ' দুই বছর আগের গুজব—আজব যেন—শ' দুই বছর আগে
এই এ দেশেই ফলত সোনা—এই শ্মশানেই—ভাবতে অবাক লাগে।
অন্ন ছিল মাঠে মাঠে,
পণ্য ছিল ঘাটে ঘাটে ;
ধন্য ছিল সর্বজনই পরস্পরের পরিপূর্ণ ভাগে ;
শান্তি ছিল, স্বস্তি ছিল—কিঞ্চিদধিক দু'টি শতক আগে ॥

কালক্রমে ফাটল মাটি, জুটল মাঠে পঙ্গপালের ঝাঁক
খাল খুলে যেই হাঙর এল...আচ্ছা, সে-সব ইতিবৃত্ত থাক।
ওরে, তোদের মাটির মা'কে
হারিয়েছিলি দুর্বিপাকে,
ভাসিয়েছিলি চোখের জলে···যাক সে-কথা ; ডাক, সকলকে ডাক।
আঁধার রাতটি কেটেছে আজ—স্বর্গ জাগে—বাজছে ভোরের শাঁখ ॥

ভোর হয়েছে, ভয় কী রে আর ?—'মাভৈঃ' মন্ত্রে অভয় নিশান ওড়া ;
ভোর হয়েছে, এখনও ঘুম ?—ওরে, তোদের সত্যি কপাল পোড়া !
ক্ষুধায় কাঁদল রহিম চাচা,
ভাঙল রামের ঘরের মাচা ;
রাম-রহিমে পাঞ্জা ল'ড়ে সোনার দেশটি শ্মশান করলি তোরা :
সেই সুযোগে তোদের যত ঝুলি-ঝোলা উজাড় করল ওরা ॥

গল্প নয় রে, কাহিনী নয়, একটি বর্ণ বানানো এর নয়;
তোদের দেশেই অলক্ষ্মী আজ, লক্ষ্মী হাসেন সারা জগৎময়।

অপথ ছেড়ে শপথ নে রে,
হারানো দিন যেন ফেরে;

ফল-ফসলের সফলতায় স্বাধীনতার গর্ব যেন রয়;
ওরে, তোদের নিজের দেশটি ষোলো আনাই নিজের যেন হয়



এদিনের হতাশা

সভ্য তুমি, ভব্য তুমি, নব্য নাগরিক;
জহর সেজে শহরে তুমি করছ ঝিকমিক।
সোফায় শুয়ে তোফাই থাকো,
বেজায় মজা বজায় রাখো—
আমেজে যেন আমীর-ওমরাহ,
মেজাজে যেন মস্ত বাদশাহ!
স্বভাবগত অভাব শত—নবাব বাহাদুর—
আপোসে পুষে বিরামে খোঁজো আরাম সুমধুর।
চায়ের কাপে তুফান ছোটে ধোঁয়ার ফোয়ারায়,
কঠিন ঠোঁটে চুরুট চমকায়,
জাতের তরে অঝোরে ঝরে প্রচুর প্রেম-প্রীতি;
বস্তাপচা মস্তানি ও সস্তা রাজনীতি।

বক্তৃতার নেশা এবং পেশা এবার ছাড়ো;
অযথা যত অকথা গেঁথে মাথাটি কেন নাড়ো?
মুখর মুখ মৌন কর, দাদা;
লাগুক গায়ে কাদা—
সজ্জনের সজ্জা খোলো, লজ্জা নেই কোনো;
গাঁয়ের ডাক, মায়ের ডাক, মাঠের ডাক শোনো।

ঘরের ছেলে পরের খেয়ে
পরের পাতে প্রসাদ পেয়ে
দিনের পর দিন কাটাও ঋণের ফাঁসিকাঠে;
খাদ্য আসে বিদেশ থেকে, দেশের মাটি ফাটে।

মহাজনের রাহুগ্রাস
বাড়ায় বড় সর্বনাশ—
বাঁচতে যদি চাও,
অবুঝ, তুমি সবুজ গাঁয়ে যাও।

মা-লক্ষ্মীর সোনার ঝাঁপি ঝাড়ো;
শস্যময়ী মায়ের স্নেহ যতটা পারো, কাড়ো।

অন্য দিকে—চাষা রে, তুই নিতান্তই চাষা;
তোর মনেও কেন এমন হতাশ্বাস ঠাসা?
হস্তে তোর কাস্তে কাঁপে, ভোঁতা কোদাল কাঁদে,
ভাঙা লাঙল কুঁড়ের কোণে করুণ সুর সাধে।
আকাশে শুধু তাকাস তুই, বোকা;
বক্ষে শুধু দুঃখ তোর, চক্ষে শুধু ধোঁকা।
কোষ্ঠীতে ও কর্মফলে
ঘুমাস তুই মর্মতলে;
ঘর্মে ঘেরা ধর্মভীরু, করিস খালি কপালে করাঘাত—
ভাগ্য-ভগবানের নামে অযুত অজুহাত।

অন্ধ, তুই বন্ধ তোর নয়ন দু'টি মেলে
দেখিস যদি বিঘ্ন-বাধা ঠেলে,
দেখবি—ওরে, বন্ধ্যা নয়, কৃপণ নয় মাটি;
দেখবি—এত অযত্নেও ধূলায় লোটে রত্ন কত খাঁটি।

ভাবুক, তুই ভাবনা ভুলে
দাঁড়াস যদি জোয়াল তুলে,
নিজের বীজ বুনিস যদি নিজের চষা মাঠে,
নিজের গোলা গড়িস যদি নিজের ধানে-পাটে,
জোতদারে ও বর্গাদারে
গ্রন্থি গেঁথে খেত-খামারে
নির্বিবাদে আবাদ যদি জমে,
অনাহারের অনাসৃষ্টি অনেকখানি কমে।
দেশের জমি দশের নয়—
মোছেই যদি সে-সংশয়,
ঘোচেই যদি রাজার ভয়, রাজ্যজয় ঘটে
নিঃস্বদের দাসত্বের দারুণ সংকটে।

শ্যামল খেতে আঁচল পেতে ভিক্ষা মাগে মা—
খালের পারে আলের ধারে যা রে সবাই, যা।
তোরাই আজ রাজার রাজা;
শক্ত দেহ, রক্ত তাজা;
স্বর্গসুখে অর্ঘ সাজা; কান্নাকাটি কেন?
পরের ঘাড়ে ঘরের বোঝা হাল্কা হয় যেন।



যেদিন সুদিন জাগবে

ভারতবর্ষে ত্রাহস্পর্শে ত্রস্ত সব;
ভারতবর্ষে তবু আদর্শে প্রভু নীরব!

উত্তরে চীন, পাশে পশ্চিমে পাকিস্তান;
দশ দিকে দশ বিদেশ বিশেষ বাণী শোনান।
জাতিপুঞ্জও নাতিশীতোষ্ণ চোখে তাকায়;
যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য জোট পাকায়।
আয়ারল্যাণ্ডে হায়ার ব্যাণ্ডে বাজে বেতার;
কুওমিন্টাং ছাড়ে টুংটাং ছেঁড়া সেতার।
সিংহল—সেও শিং তুলে মশা-মাছি তাড়ায়;
পর্তুগীজরা এ পাড়ায় এসে নাক বাড়ায়।
ওলন্দাজের গোলন্দাজের গুলি-গোলায়
মোটা চামড়ায় সুড়সুড়ি দেয় আরসোলায়।
ন্যাটো ও সিয়াটো—জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অক্টোপাসে
অনাত্মীয় এ অনাথকে গাঁথে রাহুগ্রাসে।
নেপালে, ভুটানে, সিকিমে পিকিং মুনাফা মাপে;
পাহাড়ের ঘাড়ে নাগারা পা নাড়ে, পাথর কাঁপে
তিব্বতে তিনি বিব্রত, তাই দালাই লামা
দুর্বলকেই প্রবল ভেবেই মানেন মামা।

সুখের বরাত, শাঁখের করাত, দু'ধারে ধার;
বাইরে-ভিতরে আপদ-বিপদ চমৎকার!

রামে ও রাবণে প্রলয়ে-প্লাবনে রক্তে রাঙে,
কুরু-পাণ্ডবে গুরু তাণ্ডবে উরুত ভাঙে।
স্বাদেশিকতায়-প্রাদেশিকতায় লাগে লড়াই ;
আসামে, বিহারে, উৎকলে হারে বাঙালীরাই।
কাটে বোম্বাই, ছাঁটে মাদ্রাজ ভাষার ভূত ;
ভাই-ভাই হয় ঠাঁই-ঠাঁই, নাচে নারদ দূত।
দ্রাবিড়ের দাবি, শিখদের শখ ; কত রকম ;
কত হাঁক-ডাক : সংখ্যায় কারা বেশী বা কম।
উদ্বাস্তুরা দ্বীপান্তরে ও তেপান্তরে
আন্দামানে ও দণ্ডকবনে বেঁচেও মরে।
ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কারখানায়
চোরাপাচারের চোরাকারবার ছোরা শানায়।
দ্রব্যমূল্যে মধ্যবিত্ত জীবন শেষ ;
স্বাধীনতা যেন পরাধীনতার ছদ্মবেশ।

নতুন বোতলে পুরানো মদের পুরো প্রতাপ ;
নতুন মুদ্রা, নতুন ওজন, নতুন মাপ।
এত নতুনের নয়া জমানায় নওজোয়ান
নেশায় নবীন, পেশায় প্রবীণ, মোহে মহান।
বর্তমানের মুখের মুখোশে ক্ষতির ক্ষত,
ভবিষ্যতের সবুজ স্বপ্নে অবুঝ ব্রত।

শুধু বড় বড় আড়ম্বরের বিড়ম্বনা,
শুধু আবেদন-নিবেদন : চাই করুণাকণা।
ইণ্ডিয়া এড, কলম্বো প্ল্যান, বিশ্বব্যাঙ্ক,
ভাড়াটে ভাঁড়ারে কামান-বিমান-রকেট-ট্যাঙ্ক,
জেনিভার ভেট, রাশিয়ার ভেটো, সুয়েজ খাল,
ডলারের ডালি : যত জঞ্জাল জড়ায় জাল।

সাত পাকে ক্ষীণ সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখে,
বহু বন্ধুর বাহু-বন্ধনে বন্দী থাকে।
প্রতি পক্ষেই নিরপেক্ষতা নীতির রীতি ;
নিজে নাজেহাল, পরোপকারের প্রকট প্রীতি
তৃপ্ত, দৃপ্ত বীরের বীর্যে জোর জোয়ার ;
ঢাল-তরোয়ালবিহীন শ্রীহীন ঘোড়সোয়ার।
দার্শনিকের দূরদর্শনে দোলে বেলুন ;
খুনী দুনিয়ার দস্যু-দানব হেসেই খুন।

ভারতবর্ষে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন,
ভারতবর্ষে যুদ্ধ-বিরোধী অধিবেশন,
ভারতবর্ষে বুদ্ধ-অশোক জিন্দাবাদ,
ভারতবর্ষে পঞ্চশীলের প্রেমে প্রমাদ

অথচ, এখানে এই মরা মাঠ, এ পোড়া মাটি
সেদিন খুঁজছে, যেদিন সুদিন জাগবে খাঁটি।



উল্টোরথ

সবাই সামনে চলে, আমরা চলেছি পিছনেই ;
আমরা পিছনে দেখি, সামনের দিকে দৃষ্টি নেই।

আমরা ইতিহাসের হাসিতে টানি না আজো ইতি,
আমরা গতকালের অতলে গাঁথছি আজো স্মৃতি।

আমরা পাকিস্তানের পাশে আছি হিন্দুস্থানে নাকি ;
আমরা আভিজাত্যের দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়কে ডাকি।

আমরা এ-রাজ্যে আজো রামরাজ্য প্রতিষ্ঠাই চাই,
আমরা দণ্ডকারণ্যে আজো মায়ামৃগই চরাই।
আমরা অশোকস্তম্ভে আদর্শের দম্ভ আজো খুঁজি,
আমরা অশোকচক্র পতাকার বুকে আজো গুঁজি।

আমরা প্রাচীন ছন্দে মহানন্দে নাম রাখি সব ;
আমরা অরুণাচলে, মেঘালয়ে বাড়াই গৌরব।
আমরা তামিলনাডু কিনি বেচি মাদ্রাজের হাটে ;
আমরা বাঁশি বাজাই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের মাঠে।
আমরা রাজার দেশে ভালোবেসে রাজস্থান গড়ি ;
আমরা হিমের ঘুম ভাঙিয়েই হিমাচলে চড়ি।
আমরা কেরালা লিখি ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের গায়ে ;
মহারাষ্ট্র, গুজরাট—ভাঙা হাট রাঙাই বোম্বায়ে।

আমরা মহীশূরের রূপান্তর করি কর্ণাটকে ;
আমরা ঘূর্ণিতে ঘুরি অজন্তা-ইলোরা-কোণারকে।
আমরা পাটনাকেই পাটলিপুত্রের সূত্রে বাঁধি ;
আমরা দিল্লীকে বলি ইন্দ্রপ্রস্থ...ইত্যাদি...ইত্যাদি।

কারণ, ভারতভূমি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ;
দেব-দেবী মুনি-ঋষি যেখানে ছিলেন সারি সারি ;
যেখানে মন্দিরে-মঠে, পাহাড়ের গুহায়-গহ্বরে
মৃত অতীতের স্তূপ এখনো অমৃতরূপ ধরে ;
যেখানে এখনো যেন অন্ধকারে বন্ধ তপোবনে
তামস তপস্যা কাঁপে মাটির কুটিরে, গোচারণে।

যদিও, আমরা জানি, সে-যুগ হুজুগ জানত না ;
ভিতরে জ্বলত জ্যোতি, বাইরে বাহুল্য মানত না।
আমরা পাই না আলো স্বর্গ বা নিসর্গ কারো কাছে,
বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে রোজ ঘরে ঘরে ভূত-প্রেত নাচে।

অন্ন নেই, পণ্য নেই—প্রাণান্ত বাঁচাতে প্রাণ-মান ;
মা-লক্ষ্মী অলক্ষ্মী ; তবু, লক্ষ্মীছাড়া আমরা মহান।
রয়েছে, অথচ নেই—বাড়ালে বাঁ হাত আসে হাতে ;
অঙ্কটা উনিশ-বিশ ; আমরা ভাবি না কিছু তাতে।
খাদ্য হোক লতা-পাতা ; বল্কল বসন হয়, হোক ;
আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে পড়ি উপনিষদের শ্লোক।

অর্থ নয় পরমার্থ ; আমরা বেকার থাকি তাই ;
'টাকা মাটি, মাটি টাকা'—টাকা তাই ওড়াই, পোড়াই।

বারো মাসে তেরো লগ্নে আমরা জমাই সমারোহ ;
আমরা বুঝেছি সার—অসার সংসার, মিছে মোহ।

আমরা রকেটে ছুটে চন্দ্রলোকে যাব না, যাব না ;
অণু-পরমাণু নিয়ে আমরা মাথাই ঘামাব না।
বরং, বলদ ভালো—আদিম দিনের প্রতিনিধি,
মহাপ্রস্থানের পথে ধীর স্থির যার গতিবিধি।

আমরা অল্পেই তুষ্ট ; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পুষ্ট আমাদের ;
বিষয় বিষের মত—তাই, গান গাই বৈরাগ্যের।
পবিত্র ভারততীর্থে উল্টোরথে যাত্রী আমরা যে ;
লাভ, লোভ, খেদ, ক্ষোভ প্রভৃতি কি আমাদের সাজে ?



কালোবাজার

"কালোবাজারের মানে কি, মেজদা ?"—প্রশ্নটি তোলে কেষ্টা ;
মেজদা বলেন—"আরে, চুপ চুপ, চাস জেলে যেতে শেষটা ?"

"কেন ? জেল কেন ? বল না, মেজদা"—কেষ্টা ধরল বায়না,
"বাজারের নাম কালো কেন হ'ল, কেন যে কেউ বোঝায় না !
আছে কি সেখানে বাজার-বোঝাই কালো কয়লার বস্তা ?
বল না, মেজদা, কালোবাজারের কালো জাম বুঝি সস্তা ?
কালো কালো কই, শিঙি-মাগুরেই সে-বাজার বুঝি ভর্তি ?
কালো শার্ট পরা কুলিগুলো—ওকি, হেসো না, বল না সত্যি।
তবে কি সেখানে কালো কোট-প্যাণ্ট, কালো জুতো-মোজা ঝুলছে
কালো আলোয়ান, কালো পর্দা ও কালো শাড়ি শুধু দুলছে ?
কিংবা, সেখানে কালো ঘোড়া-গরু-মোষ-ছাগলের গোষ্ঠী ?
কালো কাক-প্যাঁচা-বাদুড়-বাঁদর ? কালোর শুধু সমষ্টি ?
কালো ইঁদুরের, কালো কুকুরের, কালো বেড়ালের বাচ্চা ?
কালোবাজারের কোনোখানে নেই সাদা রঙ এক কাঁচ্চা ?"

বলেন মেজদা—"শোন, রে কেষ্টা, সে কী প্রকাণ্ড কাণ্ড !
কালো কেউটের কালো বিষে ভরা কালোবাজারের ভাণ্ড !
সে-বাজার, ভাই, বিলকুল কালো—চারদিকে কালি ছড়ানো ;
কালোবাজারের চাল-ডাল-তেল কালো জালে যেন জড়ানো।
কালো কালো ভুত ভালো খেলা খেলে কালোবাজারের ভেতরে,
লোকেদের চোখে ছাইটি ছড়িয়ে কত মাথা করে খেতোঁ, রে !

কালো কালো হাত, কালো নখ-দাঁত, কালো কালি সারা অঙ্গে ;
পঞ্চাশ-ষাট কোটি কাঙালকে আধমরা রাখে রঙ্গে।
যেটা প্রয়োজন, সেটাই তখন আলো খোঁজে কালোবাজারে ;
সামনে যা নেই, জোটে সেইটেই পিছনে হাজারে হাজারে।
চড়া দাম দাও, আড়ালে যোগাও বেশী কড়ি-কড়া-গণ্ডা,
চোরা পথ চেনো, সাবধানে কেনো মিলবেই লুচি-মণ্ডা।
এই রহস্য, এই রোমাঞ্চ জানছে, মানছে সকলে ;
ক্রেতা-বিক্রেতা, কিছু জননেতা—টাকা কারো কারো দখলে।
আমাদের সেই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা দেশটা
কালোবাজারের ধারালো ছোরায় কাবু কিন্তু, রে কেষ্টা।
নুন, চিনি, দুধ, পথ্য, ওষুধ—কী যে বিচিত্র ছবি, রে!
কালোবাজারের ঝাঁঝালো মেজাজে হটছে গরিব গভীরে।"

"আর নয়, থাক, থামো না, মেজদা"—প্রাণপণে হাঁকে কেষ্টা,
"কালোবাজারের আলোচনা নিয়ে জেলে যাবে নাকি শেষটা?"



সস্তা

সবাই ক্ষুব্ধ ;
অনেকে লুব্ধ
একটি লোভে—
এই সরকার
সরা দরকার
এ বিক্ষোভে।

সকলে টলছে ;
অনেকে বলছে—
এ দুর্গতি
আর যে সয় না,
সহ্য হয় না
এ ক্ষয়-ক্ষতি।

ট্রেনে-ট্রামে-বাসে
রোজ যায় আসে
যাত্রী যত-
এই আলোচনা,
এ সমালোচনা
ইতস্তত।

প্যাসেঞ্জে ও সিটে
জমে কড়া-মিঠে
তর্জাগান ;
কেউ অহিংস
কেউ সহিংস
দাগে কামান।

কেউ কাঁদে—আহা,
এর কি সুরাহা
নেই কিছুই ?
এ বোঝা বইব,
এ দুর্দৈব
থেকে নিচুই ?

কেউ হাসে—দাদা,
এ গোলকধাঁধা
ধরা কঠিন ;
ঠিক কী ঘটছে,
কী ঠিক রটছে
দিন-কে-দিন

কেউ হাঁকে—যদি
বাঁধা রাখে গদী
ওরা ওদের,
কে ধারবে ধার
তোমার-আমার
মিছে ক্রোধের ?

কেউ ধমকায়,
চোখে চমকায়
যেন আগুন—
শুধু দলবাজি,
খালি কারসাজি ;
ভিতরে ঘুণ।

কেউ বেদনায়
যেন কাতরায়—
হয়েছে ঢের,
এর চেয়ে ছাই
পরাধীনতাই
ছিল পদের।

কেউ কয়—কত
কথা অদ্ভুত
শুনেছিলাম,
কথা অযথাই
কথার কথাই—
বুঝে নিলাম

রাস্তার মোড়ে
কেউ কেঁচো খোঁড়ে,
বেরোয় সাপ ;
এ-ও-সে কাঁপছে,
ফুলছে, ফাঁপছে,
খুলছে খাপ।

চেচাঁয়—আমরা,

রামরা, শ্যামরা

আজো বেকার ?

যদিও তোমরা

ফুলের ভোমরা,

কারা মেকার ?

এ সুখ-শয়নে

এ মধু-চয়নে

যতই মাতো,

আমরা দেখব,

কোথায় ঠেকব,

কী মালা গাঁথো ?

মহিলা-মহলে

তোলপাড় চলে

প্রত্যহই ;

মাসের বাজেটে

এটা-ওটা ছেঁটে

কে পায় থই ?

হাঁড়িটি চড়ে না,

মুখটি নড়ে না,

অরন্ধন ;

স্তব্ধ দন্ত,

সব বাড়ন্ত,

অবন্ধন।

দোকানে-বাজারে
হাজারে হাজারে
জুটছে ক্রেতা ;
যার যা ইচ্ছে
দিচ্ছে, নিচ্ছে
কে রুখছে তা ?

ক্রমেই অগ্র
দাম সমগ্র
সামগ্রীর ;
ছিন্নমস্তা
এদেশে সস্তা
শিরা ও শির



রক্ত

সব দুর্লভ ?
শুধুই সুলভ
রক্তহীনের রক্ত ?
রক্তের ক্ষুধা,
রক্তের সুধা
এত কেন, বোঝা শক্ত :

কথা-কাটাকাটি
মানে ফাটাফাটি,
তর্ক থামে না তর্কে ;
মতের অমিলে
ঘুষি-চড়-কিলে
থামায় একে অপরকে।

যখন যা চায়
তা যদি না পায়,
গ্রহীতা ধাতায় দাতাকে;
হিতাহিত ভুলে
দা-কুড়ুল তুলে
ঘা দেয়, কপালে যা থাকে।

কার কত বেশী
প্রস্তুত পেশী—
রেষারেষি ভোটরঙ্গে ;
রক্তক্ষয়ী
রণে রাজা জয়ী
ক্ষতবিক্ষত অঙ্গে।

গৃহযুদ্ধের
দেশে বুদ্ধের
ব্যর্থ বুদ্ধিমত্তা,
শ্রীচৈতন্য
অচৈতন্য,
মহাত্মাজীর হত্যা।

তাজা রক্তের
রাজতক্তের
রক্তিমা অফুরন্ত ;
রাজা অশোকের
রাঙা সিংহের
আজো নাচে নখ-দন্ত।

অনেক পেরেকে
বুকে খুন মেখে
অমর একটি খ্রীষ্ট ;
আজ কত যীশু—
নরনারী, শিশু
রক্তের ক্লেদে ক্লিষ্ট !

রোগে দুর্ভোগ—
বৃথা উদ্যোগ,
রক্তের ভাঁড় শূন্য ;
নেই সঞ্চয়,
তবু অপচয় ;
রক্তপাতেই পুণ্য ।

বিনা রক্তের
মুক্তিটা ফের
রক্তেই পাবে মুক্তি ?
অলক্ষ্য কোনো
লক্ষ্যে এখনো
চলছেই সেই চুক্তি ?



ধাঁধা

দুষ্টু ছেলে, তুষ্ট কেন মিষ্টি গালগল্পেতেই ?
খোকনমণি, সোনার খনি মিলবে এত অল্পেতেই ?
মায়ের, দিদিমায়ের কোলে
জড়িয়ে গলা, সোহাগে গ'লে
গিলছ বাজে গুজব কত আজব যত জাল পেতেই ?
খোকন সোনা, আসল সোনা মিলবে গালে গাল গেঁথেই ?

রাজার মেয়ে বিজন বনে বন্দী আছে কোন্ কারায় ;
মরণ-কাঠি ঘুমটি আনে, জীবন-কাঠি ঘুম তাড়ায়।
একদা কোন্ রাজার ছেলে
সাগরজলে উজান ঠেলে
দাঁড়ায় এসে বীরের বেশে, কন্যা নড়ে সেই সাড়ায়...
অবুঝ খোকা, বোঝো না তুমি, ওরা তোমায় ঘুম পাড়ায়।

মুখোশ-পরা রাক্ষসীরা মানুষ খায় কোন্ দেশে,
কোথায় গাছে পেত্নী নাচে পোড়া বাড়ির পাশ ঘেঁষে,
চাঁদনি রাতে চাঁদের মাঠে
পাগলী বুড়ী চরকা কাটে,
সিংহীটাকে জব্দ রাখে শেয়াল রাজা বনদেশে...
ছড়া ও ছবি ছড়িয়ে, খোকা, খাসাই আছো কোণ ঠেসে।

জানলাগুলো খুলতে যদি, দেখতে যদি কাণ্ডটা;
ছ'হাতে কারা দোহন করে তোমার ব্রহ্মাণ্ডটা;
তোমাকে কাল ফাঁকিটি দিয়ে
আজকে মজে মজাটি নিয়ে;
আগামী দিন হোক না ক্ষীণ, আজ রঙিন ভাণ্ডটা;
মোছে না চোখ, যা হয় হোক তোমার ব্রহ্মাণ্ডটা।

অনেক শেখা শিখেছ, খোকা, একটু শুধু শিখলে না,
স্বপ্নঘন মনের স্লেটে একটি লেখা লিখলে না।
ঠাকুরমা'র থলিটি থেকে
অনেক মধু মগজে মেখে
নব্যতর সভ্যতায় তবুও বুঝি টিঁকলে না;
'কাল বড়' না 'আজই বড়': সেই ধাঁধাটি শিখলে না



চেয়ার

কে না জানে চেয়ারের দাম ?
চেয়ার চালায় কত কাম !
যেমনি চেয়ার ছাড়ো,
যত হাঁক-ডাক পাড়ো,
ভুলেও নেয় না কেউ নাম ;
চেয়ার ব্যতীত বিধি বাম।

যত কাল চেয়ারে রয়েছ,
চেয়ারের শেয়ার লয়েছ,
শুনেছ—'হুজুর', 'প্রভু' ;
বুঝেও বোঝো নি তবু—
চেয়ারের বোঝাই বয়েছ,
চেয়ারের বেয়ারা হয়েছ।

অতএব, ছেড়ো না চেয়ার,
যে চেয়ার এতই ডেয়ার।
যত মান, যত যশ—
চেয়ারেই সব রস ;
তাই, ভাই, জানাই প্রেয়ার :
রেখ সেই চেয়ারে কেয়ার।



ছিল এক দেশ

বন্ধু, ভঙ্গ বঙ্গ তোমার বিমাতার সন্তান,
তোমার ভারতমাতার স্তন্য সে আজ করে না পান।
তবু বেঁচে আছে গল্পে, গাথায়
জীর্ণ পুঁথির দীর্ণ পাতায়
সাত পুরুষের পৌরুষে পোষা কাপুরুষদের স্থান;
অভাবে, স্বভাবে আধ-মরা; তবু মরে না, ঝরে না মান

বন্ধু, তোমরা ঐতিহাসিক; আঁকো ইতিহাসে ইতি,
ঢাকো বিকৃত বর্তমানেই অতীতের সুকৃতি।
ভবিষ্যতের ভাবুকমহল
তবু নীরবেই হবে বিহ্বল,
যখন বুঝবে—কার পাপে কাঁপে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি,
যতই তোমরা প্রিয়তরদের দাও অপ্রিয় প্রীতি।

বন্ধু, ভুলেছ—আজ বাংলার হাতিয়ার যারা কাড়ে,
একদিন তারা গড়েছে বজ্র এই দধীচির হাড়ে।
এই ভগীরথ এনেছে বন্যা
হিমালয় থেকে কুমারীকন্যা;
সে ঢেউ ঢুলেছে এই দরিয়ায় মাঝি-মাল্লার দাঁড়ে;
ভুলেছ, বন্ধু, সে ভরা ভাদর ক্ষ্যাপা পদ্মার পাড়ে।

বন্ধু, চাটগাঁ-কাঁথি-তমলুকে ফাগুনে আগুন জ্বেলে
নাক বেচে ভোঁতা নরুন কিনেছে এই বাঙলার ছেলে।
এই বাঙলার লালিত দুলাল
সারা আরাকানে ঢেলেছিল লাল,
সিংহ লুকায় এই বাঙলার বাঘের ছোঁয়াচ পেলে;
বন্ধু, তোমরা সেই বাঙলাকে রুখলে, রাখলে ঠেলে।

বন্ধু, ফাঁসির আসামী সে-শিশু আজো হানে হাতছানি;
বুড়িবালামের তটে আজো রটে বাঘা যতীনের বাণী।
বিনয়, বাদল, দীনেশ, কানাই,
প্রফুল্ল চাকী আজো খোঁজে ঠাঁই;
অনশনব্রতী যতীন দাসের শেষ নিঃশ্বাসখানি;
ঐতিহাসিক, ভুলেছ তোমরা, সবই ভুলবে, জানি।

বন্ধু, এখনো রাণী ভবানীর ভাবনা বাতাসে ভাসে;
রাণী রাসমণি তোলে তর্জনী এখনো উর্ধ্বাকাশে।
এখনো শ্রীমতী প্রীতিলতা জাগে
ত্রস্ত অস্ত্রাগারে আগেভাগে;
মাতঙ্গিনীর পতিত পতাকা এখনো ঘুমায় ঘাসে;
ঐতিহাসিক, সে-ঘুম ঘোচে না তোমাদের ইতিহাসে।

বন্ধু, তোমরা যাদের আদরে রাজা সাজো তাজা মনে,
দরাজ স্বরাজে তারা আজো আছে বন্ধনে-ক্রন্দনে।
তোমরা গোপনে গুনছ ব্যালট;
বুলেটেও যারা ছিল অকপট,
তাদের ভিখারী ভাই-বোন আজো শিকারের জাল বোনে;
তা হোক, বন্ধু, তোমরা ঘুমাও ময়ূর-সিংহাসনে।

মহাভারতের রথী-সারথিরা, রথটি ছোটাও আরো
বাঙালীর ধাম বাঙলার নাম ধুয়ে মুছে, যদি পারো।
ভালো, সেই ভালো; যাক, সব যাক;
ভীত ইতিহাসে শুধু লেখা থাক:
এখানে একদা ছিল এক দেশ, এক নির্বোধ জাতি,
সকলের চোখে চকমকি ঠুকে নিভেছে এদের বাতি।



নেপথ্যে কারে নৃত্য

মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ,
একদিন যারা জমাল আবাদ,
তোমার ভবনে অবিশ্বাসের ফলল সফল শস্য,
খাল খুলে যারা আনল কুমির,
মৃত্যু মানল জন্মভূমির,
যারা ছিল জলদস্যুদলের শাসনে শোষণে পোষ্য,

তাদের অস্থিপঞ্জর আজো পায়ে ঠেকে পথে চলতে!
তাদের ক্ষুব্ধ লুব্ধ রসনা আজো চায় কিছু বলতে॥

আজো মুর্শিদকুলীর কবর
আড়ালে লুকায় জবর খবর,
আজো কাটরার ইঁটে-কাঠে কাঁদে কোরাণের মৃদু ছন্দ;
সে-যুগে এ-যুগে সেতু গাঁথে বিধি,
আলিবর্দীর আদরের নিধি
দাদুর সোহাগে আজো খোসবাগে নিশি জাগে নিস্পন্দ।

জাফরাগঞ্জে ভাঙা প্রাসাদের রাঙা রঙ আজো মোছে নি।
জ্ঞাতিগোষ্ঠীর খ্যাতির আলোয় কালো কলঙ্ক ঘোচে নি॥

আজো ঘুম নেই মীরজাফরের,
বৃথা শৃঙ্খল বোবা পাথরের,
  মৃত্তিকাতলে আজো কৌশলে জমে জোর ষড়যন্ত্র ;
রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ—
আজো অক্ষত আঁখিপল্লব,
  জগৎশেঠের জগতে যোগায় অরাজক রাজতন্ত্র।

অতি-লজ্জিত পতিত পলাশী ভুলের মাশুল গুনছে
মীরমদনের ধীর বদনের বেদনা স্বপ্ন বুনছে॥

জাহানকোশার গুরু গর্জন
আজো প্রতি প্রাণে হানে তর্জন,
  আজো অজস্র জীর্ণ কামানে কাঁপে অথর্ব কামনা ;
আজো গিরিয়ায়, উদয়নালায়
মীরকাশিম যে যজ্ঞ জ্বালায়,
  উত্তরে তার কাশিমবাজার হাঁকে—ক্রীতদাস, থামো না

কুঞ্জঘাটার নিকুঞ্জে আজো ব্রাহ্মণ মাথা খুঁড়ছে।
ফরাসডাঙায় আজো ফরাসীর খুশির ফানুস উড়ছে

হেষ্টিংসের ঘুষি আর ঘুষ
দেখেও দেখে না দেশের মানুষ,
জেনেও জানে না—রেশমের কীট কার বন্দরে বন্দী ;
কড়া কুঠিয়াল আজো চড়া দামে
ফাঁকা নীলকুঠি নামায় নিলামে,
বাঁকা কৌতুকে বানায় বণিক আজো শৌখিন সন্ধি।

মজে মতিঝিল শ্রীমতীর মোহে, ঝিলে চিল বাসা বাঁধছে
হারানো হীরার হাটে হীরাঝিল বিরহের সুর সাধছে ॥

ভোগের বজরা বয় ভাগীরথী,
বিলাসের দাহ দেহে সয় সতী,
আজো উদ্ধত পদ্মায় নাচে উচ্ছল দৌরাত্ম্য,
আজো গম্ভীর ইমামবাড়ায়
নবাব নাজিম নীরবে দাঁড়ায়,
আজো নিঃঝুম নিজামতে বাঁচে নির্জীব আভিজাত্য

হাজারদুয়ারী হাজার পাপের অভিশাপ আজো আঁকছে।
লক্ষ লোকের শান্ত শোকের সান্ত্বনা আজো ঢাকছে ॥

অস্ত্রাগারের গহন গুহায়
প্রখর নখর আজো ঝলসায়,
আজো অসংখ্য বিষকুম্ভই অনন্ত বিষে পূর্ণ;
গৃহযুদ্ধের ক্রুদ্ধ কৃপাণ
রুদ্ধ দেয়ালে দেয় আজো শান,
আজো তির্যক তীরে-তলোয়ারে বাঁযটি হয় চূর্ণ।

ক্লীব ক্লাইভের ক্লিষ্ট হস্ত আজো পিস্তল তুলছে।
মোহনলালের ফাটা কপালের কাটা দাগে খুন ঝুলছে

দীন দরবারে ক্ষীণ মসনদ
শোনায় সর্বনাশের সনদ;
ছেঁড়া জড়োয়ায় ঝরে জহরত-মণি-মাণিক্য-মুক্তা;
হাতীর দাঁতের পালকির কোলে
হারেমের মেয়ে সন্দেহে দোলে,
সুধার ক্ষুধার সন্ধ্যায়, হায়, অভাগিনী অভিযুক্তা

মুর্শিদাবাদ, এখনো তোমার অশরীরী অস্তিত্ব
তোমার শীর্ণ শরীরটি ঘিরে নেপথ্যে করে নৃত্য॥



একটি ॥ দু'টি ॥ তিনটি

বহুত, বিনয়ে বহু অনুনয়ে নেমেছে ভারতবর্ষ,
মন্দিরে আর মসজিদে যাতে না ঘনায় সংঘর্ষ।

গান্ধীজী ক'ন, "তুমি-আমি এক;" "জী, না"—রেগে ক'ন জিন্না,
"আমি-তুমি দুই; যা-ই হও তুমি, আমিও হীন না, ক্ষীণ না।"
বাপুজী বলেন, "তুমি আর আমি দু'জনে মিলেই আমরা;
তোমার-আমার এক পরিবার, এক বাড়ি, এক কামরা।"
জিন্না বলেন, "বিলকুল ভুল; দু'টি ঘর, নয় একটি;
দু'টি সংসার সাজিয়েই আমি ভাঙব তোমার ভেকটি।"
জানান গান্ধী, "রহিম-মহিম রাম-রমজান সকলে
বানাবে একটি স্বাধীন স্বদেশ, রাখবে দু'দলে দখলে।"
জানান জিন্না, "স্বপ্নই দেখ, বাস্তবে হবে পাল্টা;
ঘুমটি তোমার ঘুচবেই শেষে ছিঁড়ে স্বপ্নের জালটা।"
বাপুজী বোঝান, "ভাইজান. কেন কর অকাজের কাজিয়া?
আমার শ্মশানে, তোমার কবরে কেন তোলো তুমি তাজিয়া?"
"আমার চামড়া আমি সামলাব"—জিন্না ঝাঁঝান সজোরে,
"তোমার চরকা তুমিই তেলাও, মিছে কেন কাঁদো অঝোরে?"

আলাপ-প্রলাপ-বিলাপ ফুরাল; ফল ফলল না কিছুতে;
একটি জাতিই দু'টিতে দাঁড়াল, তৃতীয়টি এল পিছুতে।

নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল পাকিস্তান কি?
আছেন আল্লা—এতদিনে ওঁরা সেটা ঠিক টের পান কি?



দ্বৈতবাদ

চকিতে চমক লাগে ; বাঙলার মাটি আর নেই ;
আমরা এবার তবে ছুলছি কলিঙ্গভূমিতেই !

তা ঠিক, স্টেশনগুলো ওড়িয়া অক্ষরে নামাঙ্কিত ;
কিছু কিছু মুখ-চোখ ঠিক যেন নয় পরিচিত।
ওই তো, নজরে পড়ে, পাহাড় বেড়ায় সারি সারি ;
আমরা যে-পথে যাই, ওরা তার উল্টো-পথ-চারী।

পাহাড়ের ঘাড়ে, পিঠে, মাথার ছাতায়, পদতলে
কত কত দেবালয়, কত না দেবতা হাটে, চলে।
মাঝে মাঝে দীঘি জাগে, দীঘিমধ্যে দ্বীপের মতন
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরেই বন্দী যত অরূপরতন।
মন্দিরের ছড়াছড়ি ঝোপে-ঝাড়ে, আনাচে-কানাচে ;
ঠাকুর না থাকলেও মন্দিরের ফন্দি ফাঁদা আছে।
রেল-লাইনের ধারে, বাঁধে, খাদে, অঙ্গনে-প্রাঙ্গনে
অগণ্য মন্দির গুনে' তীর্থযাত্রী ধন্য মনে মনে।

ভারত মন্দিরময়, বিশেষত দক্ষিণ ভারত ;
দাক্ষিণাত্য ভারতের মন্দিরের আসল আড়ত।
দক্ষিণের দাক্ষিণ্যের ছিটে-ফোঁটা ঝরে উড়িষ্যায় ;
সেটুকুও কৃপা পেতে পাপী-তাপী এ-পাড়া মাড়ায়।

থাক সে তত্ত্বের তথ্য ; ভূগোলের গোলোযোগ দেখে
দুঃখ পায় ইতিহাস প্রীতির স্মৃতিটি বুকে রেখে।

আমরা বাঙালী, আর এরা নাকি অবাঙালী সব—
ট্রেনের কামরাতেও শুনছি এ-হেন জনরব।
জাতে-গোত্রে-বর্ণে নাকি আমাদের অনাত্মীয় এরা ;
দু'পাশের দু'প্রদেশ সূচীভেদ্য সীমানায় ঘেরা।
আমরা প্রচুর উঁচু, এরা নাকি নিচু নিতান্তই ;
সাম্যবাদ কাম্য বটে, অসাম্য কমছে তবু কই ?
আচারে ও আচরণে, ভাবে ও ভাষায় ব্যবধান
এদের ও আমাদের—আজো নাকি পর্বতপ্রমাণ।

হায় রে, অবুঝদের কে বোঝাবে—এ ভুলের ফুল
বিষবৃক্ষে ফলে শুধু ; ফোটে কাঁটা, ফোটে বহু ভুল।

অবিভাজ্য দু'টি রাজ্য 'এক' ভেঙে 'দুই' হওয়া মানে
উভয়েরই অপমৃত্যু বিধাতার অমোঘ বিধানে।
একই রকমের মাঠ, একই ধরনের হাট-ঘাট,
খড়ে গড়া কুঁড়ে ঘরে একই দুঃখে লিখিত ললাট।
একই আকারের সৌধ শহরের বহর বাড়ায় ;
গ্রামে-গঞ্জে রাম-শ্যাম বাঁচে মরে একই যন্ত্রণায়।

যৌথ পরিবার তবু দ্বৈতবাদে দীর্ণ জীর্ণ আজ ;
এক অন্ন ছন্নছাড়া ; ছিন্নভিন্ন যমজ সমাজ।
একই শরীরের শিরা-উপশিরা আমরা অনেকে :
মহাভারতের অঙ্গে পরস্পর প্রত্যঙ্গ প্রত্যেকে।
তবে কেন ভেদাভেদ ? অনর্থক কেন ভাগাভাগি ?
আভিজাত্যে-অভিমানে কেন তবে এত রাগারাগি ?

ভাবতে ভাবতে শেষে ভাবনা সহসা হয় শেষ।
পুরীর স্টেশনে থামে পরিশ্রান্ত পুরী-এক্সপ্রেস ॥



রুদ্র সমুদ্র

সমুদ্র, তোমার বুকে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লেখা ;
তোমার তরঙ্গ-রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে তারই রূপ-রেখা।

নীল আকাশের নিচে বিছানো তোমার নীল খাতা,
সবুজ ব্যঞ্জনে-স্বরে ভরা সে-খাতার খোলা পাতা।
ছন্দে-দ্বন্দ্বে গাঁথো তুমি মহাকাব্য মহাজীবনের,
ধূসরে-গৈরিকে-শ্বেতে স্বপ্ন আঁকো ভাবী ভুবনের।
রহস্যে-রোমাঞ্চে মিলে তোমার মহলে জমে মেলা,
নিঃস্ব বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের খেলা।

তোমার প্রমত্ত মূর্তি সংগ্রামের প্রতিমূর্তি যেন ;
নতুবা, সর্বদা তুমি অশান্ত অশ্রান্ত এত কেন ?
যা চাও, পাও না তুমি—রিক্ত তিক্ত বিরক্তের মত
অতৃপ্ত উত্তাপে তাই তুমি ক্ষিপ্ত, তুমি অসংযত।
অসহায় অস্বস্তিতে কেঁপে কেঁপে ফুলে ফেঁপে ওঠ,
দুরন্ত দুরাশা বশে দূর থেকে দূরান্তরে ছোট।

অবিচার-অত্যাচার চিরকাল চলে চরাচরে ;
প্রতিবাদে-প্রতিরোধে তাই তুমি ধাও স্পর্ধাভরে।
রোষে ও আক্রোশে ফুঁসে বিক্ষোভে-বিদ্রোহে মাথা তোলো,
প্রলয়ে-প্লাবনে নেচে বিপ্লবের কলশব্দে দোলো।

ফেনিল নেশায় মেশা তুমুল তোমার সমারোহ ;
উত্তাল মাতাল তুমি, মানো না কোনোই মায়া-মোহ ।
তর্জনে-গর্জনে গাও ভয়ংকর ভাঙনের গান ;
উদ্দাম দামামা বাজে, অদম্য তোমার অভিযান ।
অফুরন্ত ফোয়ারায় মাতো তুমি স্রোতের সাঁতারে ;
সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা তন্দ্রাহারা অথই পাথারে ।
সাংঘাতিক সংঘাতের ঘন ঘটা হানো বালুতটে ;
ব্যস্ত ত্রস্ত ত্রিজগৎ—কখন কী অঘটন ঘটে !

ঘটে বটে অঘটন ; কল্লোলের হিল্লোলে তোমার
অধীর অস্থির তীর আবেগের বেগে একাকার ।
জলে-স্থলে হুলুস্থুলু ; বান্ধবী ধরণী দেয় সাড়া ;
দুর্যোগের যুগ্ম যজ্ঞে তোলপাড় এ-পাড়া ও-পাড়া ।
সর্বনাশে সর্বগ্রাসে সর্বযুগে সার্বভৌম তুমি ;
শান্তির ভ্রান্তিতে ভাসে শিথিল শীতল মৌসুমী ।

আদি-মধ্য-অন্তহীন অতলান্ত তোমার অন্তরে
বেদনার আবেদনে লবনাক্ত নয়নাশ্রু ঝরে ।
সে-অশ্রু জমাট বাঁধে অন্তরের অন্তস্তরে গিয়ে
মণি-মুক্তা-মাণিক্যের রত্নমূল্যে নবজন্ম নিয়ে ।
কান্না চুনি-পান্না হয়, হাসি ফোটে তাই জ্যোৎস্না-রাতে ;
তোমার উজ্জ্বল জল জ্বলে যেন সুখস্পর্শাঘাতে ।

হে রুদ্র সমুদ্র, তুমি দুর্বলের গর্বের দুর্বাসা ;
তোমারই দিগন্তে জাগে প্রত্যয়ের রক্তিম পূর্বাশা ।



সমুদ্রমন্থন

ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ব পর্বে সমুদ্রমন্থন হ'ল যেই,
স্বার্থপর দেবতারা সুধাভাণ্ড ঘিরেই দাঁড়াল ;
নীলকণ্ঠ নিল বিষ ; তবুও বিষের শেষ নেই ;
বিষের বিষণ্ণ ধারা ধরাতলে তবুও গড়াল।

তাই তো দেখছ, বন্ধু, জরাজীর্ণ ধরিত্রীর দেহে
এত ক্লেশ, এত ক্লেদ, এত বেশী বসন্তের গুটি,
এত না গলিত ব্রণ ; এতই স্খলিত স্নায়ু বেয়ে
ঝরে রক্ত, পড়ে পুঁজ, গরলে তরল আঁখি দু'টি।

প্রকৃতি শ্যামলা নয়—ভ্রান্ত কবি ভুল কথা বলে ;
নীল সিন্ধু, নীলাকাশ, নীল বিষে বিশ্ব নিঃস্ব আজ ;
কান্তারে-প্রান্তরে শুধু বিষবৃক্ষে নীল ফল ফলে ;
নীলাভ নেশায় আজ অন্ধ, খঞ্জ, কবন্ধ সমাজ।

দেবাসুরে নয়, বন্ধু, মানুষে-মানুষে হানাহানি ;
সপ্ত-সিন্ধু-শত-নদী দুরন্ত মন্থনে তোলপাড় ;
লাভের লালসা আর ক্ষতের ক্ষতিতে টানাটানি ;
লক্ষ্মীর ভাঁড়ারে ভরা অলক্ষ্মীর পাপের পাহাড়।

শুধুই উঠবে বিষ ? অমৃত কিছুতে জুটবে না ?
অসভ্য এ সভ্যতা কি শান্তির সন্ধানে ছুটবে না ?



সীতাহরণ

মিথ্যা কথা, ওরে ভাই, হয় নাই সীতার উদ্ধার ;
সতীকে পতির ঘরে ফিরে আজো দেয় নি বাল্মীকি ;
মরে নাই রাক্ষসেরা, রাবণেরা আজো নির্বিকার ;
সত্যের মুখোশে মুখ ঢেকে মিথ্যা করে ঝিকিমিকি।

লাঙলের স্নেহস্পর্শে আজো সেই শ্যামল ফসল
কুণ্ঠিত কুটিরে ওঠে জনক রাজার হেফাজতে ;
মন্থরার মন্ত্রণায় আজো ক্রূর কৈকেয়ীর ছল
সে-সম্পদ দেয় তুলে ছদ্মবেশী সে-দস্যুর রথে।

সে-রথের চক্রতলে চূর্ণ হয় বেচারী লক্ষ্মণ ;
বর্ণচোরা স্বর্ণমৃগ বোকা চোখে চমকায় ধাঁধা ;
রামের আরাম কেড়ে হারেমে ঘুমায় দশানন ;
জাগে না সুগ্রীব তবু, জটায়ু সাধে না তবু বাধা।

এত কাঠবিড়ালীর যত্নে এত সাগর-বন্ধন,
অশোক-কাননে তবু থামছে না সীতার ক্রন্দন।



নারী-নির্যাতন

এতই হল্লা ; তবু অহল্যা পথের পাথরে নিথর থাকে ;
এত উৎসব ; তবু সেই শব শ্মশানেই সেই ভস্ম মাখে।
সীতা-সাবিত্রী-মন্দোদরীর
তীর নেই তবু জীবন-তরীর ;
শ্রীমতী সতীর পতির নৃত্য তবু চলে, কে যে থামায় তাকে !
মরে কৌরব গৌরবে, তবু গান্ধারী ব্যথা বোঝায় কাকে !

নিজের ছেলেটি পরকে বিলিয়ে ঘরের মায়ের অসম্মান
সয় কুণ্ঠিত কুন্তী তবু যে—করে কারা আর সে-সন্ধান !
বধূ দ্রৌপদী প্রায় বিবস্ত্র,
লজ্জায় লাল, তবু নিরস্ত্র,
কৃষ্ণ-বিষ্ণু-চরণে শরণ চায় সে, পায় না পরিত্রাণ ;
দ্রোণ-ভীষ্মের বিস্ময়ে হাসে সুখী শকুনির শুকনো প্রাণ।

দুর্যোধনের সিংহাসনের সিংহ শাসায় হস্তিনায়,
দুঃশাসনের দুঃসাহসের দুঃসহ ভীতি ভিত কাঁপায়।
পঙ্গু পার্থ, জড়পদার্থ,
পারে না ফেরাতে নারীর স্বার্থ ;
বনবাস তবু মানে পাণ্ডব ; জোর তাণ্ডব রাজসভায় ;
কাঁদে অরণ্যে পাঞ্চজন্য পঞ্চজনের বঞ্চনায়।



একদা, জহরলালকে

শ্রীযুত জহরলাল,
কত কাল—আর কত কাল
ভাববে এভাবে ?
হুজুরের এ-হুজুগে কত যুগ যাবে ?
কত দিন এ-দেশ, এ-জাত
এ-হাতে ও-হাত ঢেকে দু'হাতেই থাকবে বেহাত ?
এ হেন হেঁয়ালি,
হে খেয়ালী,
কবে হবে অবশেষে শেষ ?
ঘুচবে মুছবে কবে তোমার এ আবেশের বেশ ?

শ্রীমান জহরলাল,
শ্রীমুখে মুখর তুমি ; বেসুর, বেতাল।
যা বল, কর না তুমি ; যা কর, বল না খোলাখুলি ;
ঝেড়েও ঝাড়ো না ঝোলাঝুলি।

তুমি নেতা, অভিনেতা ;
তামাম দুনিয়া জেনেছে তা, মেনেছে তা।
তোমার প্রীতির রীতি-নীতি
বুঝেও বোঝে না কেউ, খুঁজেও খোজে না তবু ইতি।

তোমার অনেক নাম,
অনেক কদর-দরদাম ;
সেলাম-প্রণাম-প্রেম যত চাও, তত পাও তুমি ;
তোমাকে পেয়েও কিন্তু কী পেল তোমার লীলাভূমি ?



আজ, সুভাষকে

নেতাজী সুভাষ, অজ্ঞাতবাস এখনো তোমার সাজে কি ?
এ মূক মাটির মৌন কান্না তোমার ও-বুকে বাজে কি ?
অস্তাচলের তিমিরতীর্থে তুমি দিনান্ত গুনছ ?
দূর দিগন্তে সুভাষবাদের শ্রান্ত স্লোগান শুনছ ?

তুমি নাকি আছো ? কোন্ প্রাণে বাঁচো ? দুনিয়ার কোন্ প্রান্তে ?
তোমার সাধের দেশের হালের হাল যদি তুমি জানতে !

একদিন তুমি এত লড়েছিলে পশুশক্তির সঙ্গে ;
ভেবেছিলে, বুঝি সে-শক্তি ছিল শুধু পশুদের অঙ্গে।
তুমি ভেবেছিলে, তাজা খুনে ভিজে আজাদীটা যারা আনবে,
জহুরীর মত সেই জহরের যত্নটা তারা জানবে।
বুঝল না তারা, খুঁজল তোমাকে ; আসলে তোমাকে হারালো ;
তোমার নামের হরিনামটাকে মুখেই করল ধারালো।

ঘর ছেড়ে তুমি পর হয়েছিলে একদিন—বহু পূর্বে ;
আজ তুমি ঘরে ফিরলে আবার ঘরের চাকা কি ঘুরবে ?

এখনো না এলে কোন্ কালে তুমি কার কাছে আর আসবে ?
গিয়েছিলে তুমি কী দুরাশা রেখে, কী শ্মশান চোখে ভাসবে ?



তখন ॥ এখন

কলেজের পথে চলে লক্ষ্মণ, ফুটপাথে কাঁদে শূর্পনখা ;
যণ্ডের গলে দোলে দ্রৌপদী, ঝংকার তোলে কৃষ্ণসখা।
টালিগঞ্জের কুঞ্জে কুঞ্জে নাচে উর্বশী, রম্ভা গায় ;
ঋষি দুর্বাশা হারায় সংজ্ঞা, ঋষ্যশৃঙ্গ সুর লাগায়।
ফ্রি-রিডিং রুমে বই-খাতা খুলে বসে ভোলানাথ ক্লাসের ফাঁকে ;
মদনের ঘুষে শত পার্বতী সবিনয় নতি জানায় তাকে।
সূর্যের তেজে কুমারী কুন্তী লজ্জা লুকায় আঁস্তাকুড়ে ;
কুলশীলহীন কুলীন কর্ণ আশ্রয় খোঁজে বিশ্ব জুড়ে।
প্রিয়ংবদাই প্রিয়তর জেনে সিনেমায় নামে শকুন্তলা,
চিত্রকলার বিচিত্র বেশে দুষ্মন্তকে দেখায় কলা।
বাইরে ব্যস্ত শ্রীরামচন্দ্র, গৃহে ছেড়ে আসে গৃহিণীটিকে ;
সাবধানে সীতা ডিঙিয়ে গণ্ডী হাতছানি হানে সন্ন্যাসীকে।
দুষ্টু ননদ সরমার কানে মিষ্টি বচন ছড়ায় সীতা—
কত নবীনের নেশা আনে প্রাণে, কত প্রবীণের প্রেমের চিতা !
রাবণের বুকে শোভা পায় সীতা ; হিংসায় মরে মন্দোদরী,
ঘুম থেকে তুলে কুম্ভকর্ণে সাজে দেবরের রাজেশ্বরী।
অপঘাত লাগে লখিন্দরের, গাড়ি চাপা পড়ে গড়িয়াহাটে ;
নবজীবনের ভগ্ন ভেলাটি ভেড়ায বেহুলা নতুন ঘাটে।
ধৃতরাষ্ট্রের সন্দেহ হয়—গান্ধারী কেন অন্যমনা ?
অন্ধ লোকের চোখের আড়ালে দিনরাত করে কে আনাগোনা ?

চিরকুমারের চিরবসন্ত, তবু ভীষ্মের ভীষণ খ্যাতি,
ডুবে জল খায় চতুর চাতক ; সে-খবর রাখে একটি জ্ঞাতি।
যুদ্ধে জখম অভিমন্যুর বধূ উত্তরা উঠেছে রুখে,
ক্ষতিপূরণের দাবি দিয়ে চিঠি যুধিষ্ঠিরকে লিখেছে ঠুকে।
রাণী লছিমার অঞ্চল টানে চঞ্চল কবি বিদ্যাপতি ,
রাজার চাবুকে পিঠে ব্যথা লাগে, জিহ্বায় জাগে সরস্বতী।
পূজার কাগজে লিখতেই হবে—সম্পাদকের তাগিদ বাড়ে,
ছিপে টোপ গেঁথে চণ্ডীঠাকুর সোজা যায় সেই পুকুরপাড়ে।
সে-যুগের ছিল ষোল শ' মাত্র, এ-যুগে শ্যামের ষোড়শ কোটি ;
সুদে বেড়ে চলে সখীর সংখ্যা, সুখের শয্যা অসংখ্যটি।
দণ্ডে দণ্ডে জমে অভিসার, প্রিঅকুপেশন প্রতিটি বেলা—
ক্লাবে, ক্যাবারেতে, ক্লিনিকে, অফিসে যত দেব, তত দেবীর মেলা
সুইমিং পুলে শ্রীমতী ললিতা, কাফেটারিয়ায় চন্দ্রাবলী,
পার্টির মিটিঙে মধুমক্ষিকা, ক্রিকেটের মাঠে কৃষ্ণকলি।...

দক্ষযজ্ঞ লক্ষ এখন , অযুত নিযুত সতীর দেহ
বিষ্ণুচক্রে ক্ষতবিক্ষত , জীবের জোটে না শিবের স্নেহ।



গান ।। GUN

গান যে না ভালোবাসে, মুনি নয়, খুনী সে-মানুষ ;
যে-কবি এ-কথা লিখে গায়ককে দিয়েছেন ঘুষ,
তাঁকে আজ কাছে পেলে এমন গানটি শোনাতাম.
যে-গানে প্রাণের পাখি ছেড়ে খাঁচা ধরে রাম-নাম।

এক কিংবা একাধিক—গায়ক যখন গান গায়
আসরে, বাসরে কিংবা রঙ্গমঞ্চে, রূপালী পর্দায় ;
এবং সে-গান যদি গায় কেউ গানের মতই,
সে-রসে সরস হয় অরসিক যে আছে যতই।

কিন্তু, যদি রাত্রিদিন অন্তহীন গানের আওয়াজ
নাড়ায় সারাটা পাড়া—বজ্রকণ্ঠে বাজে যেন বাজ ;
যন্ত্রের সে-যন্ত্রণাটি সর্ব কর্মে থাকে যদি মিশে—
পূজায়, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পিকনিকে, নিত্য মজলিসে ;
শুভ অন্নপ্রাশনের, শুদ্ধ উপনয়নের তিথি
অশুদ্ধ গানের তানে মাতানোটা যদি রাখে রীতি ;
অবিরাম অবিশ্রাম অবারণ অকারণ গান
প্রচণ্ড তাণ্ডবে যদি হানে বাণ ; ক্লান্ত কান, প্রাণ ;
রোগী, বৃদ্ধ, শিশু, ছাত্র—যদি কাঁপে গানের কৃপায়,
প্রতিটি গৃহস্থ যদি গানের প্রতাপে কাতরায় ;
সে-গান কী গান—সেটা বুঝে কবি যদি লিখতেন,
গানের মানেটা তিনি হয়তো নতুন শিখতেন।



পরমাণবিক ॥ অতিমানবিক

আমাদের ঘরে এতকাল ছিল বাচ্চা বোমা ;
খবর-কাগজে হঠাৎ খবর কী দেখি, ওমা !
পরমাণুতেও হলাম আমরা বীর্যবান ?
এ কী সন্ধান দিল আমাদের রাজস্থান !

আমরা এবার বানাবই তবে বড় বোমাই ?
আকাশে-বাতাসে অতি উচ্ছ্বাসে ছড়াব ছাই ?
কানে লাগছে না ছোট পটকার খাটো আওয়াজ ?
তাই চাই, ভাই, পরমাণবিক কুচকাওয়াজ ?

চূড়ায় চড়ার, স্বর্গ গড়ার আভাসটাই
পাই ভূগর্ভে প্রভূত গর্বে ? সাবাস ভাই !
তার পরীক্ষা আর নিরীক্ষা ? পাকছে হাত ?
শূদ্র আমরা, ক্ষুদ্র তবে তো নই নেহাত !

ছলে নয়, বলে আনব আমরা শান্তিসুখ ;
গায় দুর্নাম—দুর্জনগণ কী দুর্মুখ !
ভিতরে আমরা ছুঁচোর কান্না কোঁচায় ঢেকে
জিতব বাইরে রক্তচক্ষু শক্ত রেখে।



উনি আসবেন

[এ এক চিত্র, অতি বিচিত্র;
এ হেন নাট্যে যারা চরিত্র,
নানা নামে-বামে তারা উদ্দাম;
নামগুলো তাই না-ই লিখলাম]

[এদেশের এক গ্রাম্য শহরে
রঙবেরঙের বাহারে, বহরে
খেয়াল-খুশির জোয়ার জাগল;
চরম পরম লগ্ন লাগল।

আজকে সেখানে শৌখিন তিথি;
আসবেন এক প্রীতির অতিথি।
সেই উৎসাহে এই উৎসব;
যত জনরব, তত কলরব।

প্রবেশ-পথের চৌমাথাটায়
জমে যুবকরা সকাল ন'টায়।
ব্যতিব্যস্ত দু'-দশ সুজন
কাজে ও অকাজে জাঁকায় কূজন।]

—সাজাও যত্নে, বাজাও বাজনা;
মনে রেখ, এটা রাজার খাজনা।
আসলে ও সুদে দিতেই বাধ্য;
সুতরাং, দাও যার যা সাধ্য।

—তোরণ তৈরী; আর বাকী কি, রে ?

—এত তাড়া কেন ? ধীরে, দাদা, ধীরে।

—না, ভাই ; কিচ্ছু বলা তো যায় না,
কার কখন্ কী হবে যে বায়না !

—সত্যি, হয়তো হবে ফরমাশ,
পাড়ো ঝাড় ঝেড়ে তাজা সোজা বাঁশ ;
বড় বড় বেড়া বাঁধো রাস্তায়
আটকাতে লোক চারপাশটায়।

—হয়তো বলবে, জ্বলবে মশাল;
আঁটো পাট-কাঠি, কাটো তাল-শাল।

—পারি, সব পারি প্রভুর জন্য,
যাঁকে পেয়ে আজ এ-পাড়া ধন্য।

—দোব এ-জীবন সে-জীবের হাতে ;
বাঁচব, বাড়ব যাঁর করুণাতে।

—ভেতরের যত দলাদলি ভুলে
সাদরে সদর দরজাটি খুলে
নাও তাঁকে তুলে ; যেন মহারাজ
দেখেন, আমরা দরদে দরাজ।

—শুধু, এই আশা, যিনি আসবেন,
তিনি আমাদের ভালোবাসবেন ;

—আমাদের তিনি বুকে টানবেন ;

—তিনি আমাদের দাবি মানবেন ;

—আমাদের তিনি কোলে রাখবেন ;

—আমাদের সুখে সুখী থাকবেন।

—এই জায়গার জায়গিরদার
আছি আমরাই, আছেন কে আর ?

—বোঝাব এবার, এই অঞ্চলে
কে জেতে, কে হারে কৌশলে, ছলে

—করবেই যদি সেই অকর্ম,
ধরবেই যদি সেই অধর্ম,
ভি-আই-পি'টিকে সামলাও আজ ;
নয়তো, মাথায় বাজবেই বাজ।

—কর্তাটি যদি বেগড়ায়, দাদা,
আমাদের গায়ে লাগবেই কাদা।

—তুই থাম্, বোকা, সে-সাহস কই ?
আমরা ক'জন সোজা চিজ নই।

—আমরা দশটি দশ দিকপাল ;
কেউ টানি দাঁড়, কেউ বাই হাল।

—কেউ খেলি জুয়া রাতের বাসরে,
খেলি ফ্ল্যাশ-ফিশ তাসের আসরে।

—কেউ সাবড়াই তাড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি ;

—কেউ বা গোছাই বাড়ি-গাড়ি-শাড়ি।

—কেউ ক্লাবে যাই, আড্ডা জমাই,
সংস্কৃতির সুনীতি কমাই।

—কেউ টি-স্টলে ফাঁকা পিস্তলে
গুলি-গোলা ছাড়ি কাপডিশতলে।

—নির্বাচনের ন্যায়-অন্যায়
আমরা ডোবাই ভোট-বন্যায়।

—গ্রামরক্ষীর ভূমিকায় কেউ
উসকাই চুরি-ডাকাতির ঢেউ।

—কেউ শিক্ষক, শিশু-রক্ষক,
অভিভাবকের ধন-ভক্ষক।

—আমাদের নেশা, আমাদের পেশা
সর্বনাশের সন্ত্রাসে মেশা।

—কিন্তু, আমরা যেমন বেহায়া,
তেমনটি আর চলবে কি, ভায়া ?

—চলবেই, যদি চালাও চালাকি ;
খাঁচায় নাচবে পোষমানা পাখি।

—অভিনন্দনে, মালা-চন্দনে
গাঁথো তাঁকে আজ ঘন বন্ধনে।

—চমকাও তাঁকে ঢাকে, ঢোলে, শাঁখে ;

—ঘাবড়াও তাঁকে লাখো হাঁক-ডাকে।

—নির্ভয়ে তাঁর জয়গান গাও ;

— নিঃসংশয়ে নিশান ওড়াও।

—দূরের চাঁদকে কাছের বানাও ,
আত্মীয়তার অস্ত্র শানাও।

—সামনে সমানে মাখন মাখাও,
পিছনে প্যাঁচের জিলিপি পাকাও।

—কে জানে, তিনি যে কেমন মানুষ,
নিচুর কিংবা উঁচুর ফানুস !

—ভাবো যদি তবে সে-দুর্ভাবনা,
পালাও পাটনা অথবা পাবনা।

—না, না ; ও ছুটবে ছোটনাগপুরে
সাত-সমুদ্র-তেরো নদী ঘুরে।

—নয়তো, বাড়িতে শাড়ির আড়ালে
লুকোবে, বাইরে বিপদ দাঁড়ালে।

—সেদিকে শ্রীমতী আপদ তাড়ালে,
এদিকে এ-বাঘ থাবাটি বাড়ালে
তখন, খোকন, কোথায় কাঁদবে ?
কোন্ কোণে কার কুকারে রাঁধবে ?

—খুব যে, ছোকরা, শিখেছ ঠাট্টা ;
খাবে কি আটটা গরম গাঁট্টা ?

—ছি ছি, কেন এত ঘাঁটাও ওটাকে ?
এত রোদে কেন রাগাও মোটাকে ?

—বাছা রে, খোকার চোখ ছলছল ;
তনু তিন মণ, মন টলমল।

—ও ছাড়া আমরা সবাই সবল ;
দেহে দুর্বল, দাপটে প্রবল।

—বা রে, বাহাদুর, বিরাট দাপট ;
এক-হাঁটু জলে জোর ছটফট !

—আর, চাঁদু, তুমি অতল জলেই
সাঁতারে না ভেসে ভয়ে তলাবেই ?

—না গো, দাদু, জেনো, ডুব-সাঁতারেই
মিলবে মাণিক এই পাথারেই।

—কিন্তু, পাথারে পাথর প্রচুর ;
মাথাটা না ফাটে মোটা বন্ধুর !

[*আরো একজন করে আগমন ;*
উন্মুখ মুখ, উন্মন মন।]

—থামো, থামো, ওহে, থামাও হল্লা ;
নেহাত অভাগা এই মহল্লা !

—কেন, দাদা ? আছে সংবাদ কোনো ?

—আছে সংবাদ ; তার আগে শোনো ,

ভাঙো তোরণটা, ফালতু গড়লে,
মিছে দুরাশার মাচায় চড়লে,
হালকা হাওয়ার সঙ্গে লড়লে,
জোয়ার-ভাঁটায় উঠলে, পড়লে...

—থাক সে-ভণিতা, যাক সে-ভূমিকা,

—ছাড়ো বেখাপ্পা টিপ্পনী-টীকা।

—মোদ্দা কথাটা বলবে, ব্রাদার,
আসবেন কিনা সে-গ্র্যাণ্ডফাদার ?

—সেটা বলতেই এটা বলছি যে,
হতাশ আমিও হয়েছি যে নিজে।

—তার মানে, তিনি আসবেন না তো ?

—আমাদের ভালোবাসবেন না তো ?

—তিনি দুঃখিত, জানালেন ফোনে
মাইক না নিয়ে অমায়িক টোনে :

দিকে দিকে আজ বড় বিভ্রাট,
বড়ই ঝামেলা, বড় ঝঞ্ঝাট।
ঘরে চাল নেই; চালিয়াতি আজ
অচল, অধুনা সচল সমাজ।
নুনটি আনতে পান্তা ফুরোয়,
হাঁড়িটি টানতে হাড়টি গুঁড়োয়,
ভাঁড়ে মা ভবানী; ভাঁড়ামিটা তাই
ভাঁড়ারেই রাখো আপাতত, ভাই।

ডেকে জনসভা জুটিয়ে জনতা
কাজ নেই ফুল ফুটিয়ে অযথা।
এখন আমরা কোথাও যাব না,
কোথাও গিয়েই স্বস্তি পাব না।

—না, না, যাবে কেন ? পথে পথে কাঁটা ;
লাভ কী ঘাঁটিয়ে দগদগে ঘা'টা ?

—বড়বাবুদের ছাল-চামড়াটা
বড় দামী ; বড় যত্নে যে আঁটা !

—তার চেয়ে ভালো, কালো বোরখা'টা
আলো থেকে যদি ঢাকে সারা গা'টা।

—ওরা ক্ষীর-ননী-মোমের পুতুল ;
ওরা ভীম নয়, তোরা ভীমরুল ;
চায় ওরা মধু, পায় শুধু হুল ;
তবু, মসনদে ওরা মশগুল।

—অতি উত্তম ; আয় ঘুম, আয় ;
ঘুম-চোখে সোনা না যেন তাকায়।

ছেলেটি ঘুমোয়, পাড়াটি জুড়োয় ;
বর্গীরা যেন মাথা না মুড়োয়।

-ঘুমটি যাদুর ভাঙবে, ভাঙবে,
অকালে সকাল যখন রাঙবে।

—কেন ভাঙবে, রে ? ও যে শাহজাদা,
ওর কত শত পাইক-পেয়াদা !

—তাই নাকি ? আর, আমরা ভিখারী ?

—পদস্থদের পদ এত ভারী ?

—আমরা এধারে অপদস্থ যে,
এটুকু ঢোকে না ওদের মগজে ?

—ঢুকবে ; আবার ঘুরবে এদিন ;

—আমরাও ঘাড় ফেরাব সেদিন ।

[*কপালের ঘাম কপোলে গড়ায় ;*
গালে লালে, গলা ক্রমেই চড়ায় ।]

